বিশেষ সংখ্যা
স্বর্গারোহণ মহাপর্ব
বিশ্ব যোগাযোগ দিবস
মা দিবস

প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৭ ◆ ১২ - ১৮ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

স্বর্গারোহণ: খ্রিস্টের মহাবিজয়

পূর্ণ মানবীয় যোগাযোগের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও হৃদয়ের প্রজ্ঞা

মা, সুখ-দুঃখের বাহক

বক্সনগর উপ-ধর্মপল্লীর প্রিয় প্রতিপালক মহান সাধু আন্তনীর পর্ব উদ্‌যাপন

বক্সনগর উপ-ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আগামী ১৩ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার বক্সনগর উপ-ধর্মপল্লীর প্রিয় প্রতিপালক মহান সাধু আন্তনীর পর্ব পালন করা হবে। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করবেন মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই।

উক্ত পর্বীয় খ্রিস্টযাগে আপনাদের সকলকে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। মহান সাধু আন্তনী আমাদের সবাইকে তাঁর আশীষ দানে ভূষিত করুন।

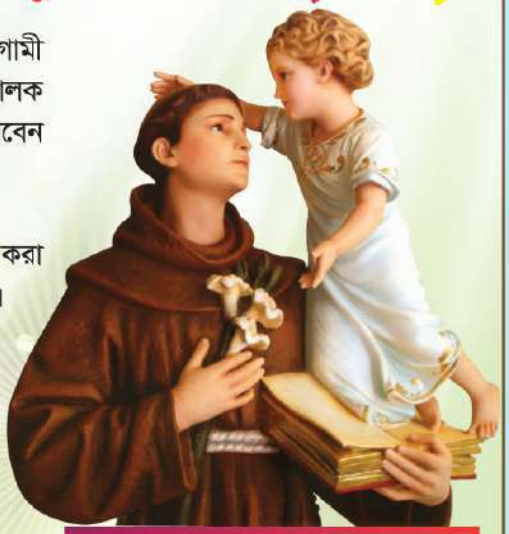

পর্বের শুভেচ্ছা দান ২০০০/- টাকা
খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ২০০/- টাকা

অনুষ্ঠানসূচী

নভেনা খ্রিস্টযাগ : ৪ জুন - ১২ জুন, বিকাল ৪:৩০ মিনিট
পর্বীয় খ্রিস্টযাগ : ১৩ জুন, বৃহস্পতিবার
প্রথম খ্রিস্টযাগ : সকাল ৭ টা
দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ : সকাল ৯:৩০ মিনিট

ধন্যবাদান্তে

ফাদার অমল খ্রীষ্টফার ডি:ক্রুজ
পাল-পুরোহিত
ফাদার রোনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা
সহকারী পাল-পুরোহিত
সিস্টারগণ এবং খ্রিস্টভক্তজনগণ

খ্রি/১৬/২৪

"মরণ সে তো শেষ নয়, ভক্ত প্রাণের নেইতো ক্ষয়। জীবন যাদের পুণ্যে ভরা, সবার তরে মরে যারা উদার প্রাণের বিনিময়ে তাঁরাই বেঁচে রয়"

প্রয়াত বার্ণার্ড গমেজ
আগমন: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ৪ জুলাই, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত সবিতা আগ্নেস কস্তা
আগমন: ৮ জানুয়ারি, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ১৬ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় বাবা ও মা,

নিয়তির বর্ষ পরিক্রমায় তোমাদের চিরবিদায়ের দিনটি প্রতিবছর এসে হাজির হয় আমাদের দ্বার প্রান্তে, হৃদয় গভীরে আরো বেশি করে অনুভব করি তোমাদের অনুপস্থিতির নিষ্ঠুর শূন্যতা। হাজারো মানুষের ভিড়ে আজও খুঁজি তোমাদের সেই আগলে রাখা ভালোবাসাপূর্ণ মুখগুলো। প্রতিদিন ভোর হয়, জেগে উঠি সবাই, কিন্তু তোমাদের তো আর জাগাতে পারলাম না! অনন্ত ঘুম তোমাদের সঙ্গী হলো। আমাদের জীবনে তোমরা ছিলে বটবৃক্ষের ছায়া, নিরাপদ আশ্রয়স্থল, জীবনাদর্শের উৎস, ভালোবাসার খনি। মৃত্যু জীবনের শেষ নয়, অনন্ত জীবনে প্রবেশদ্বার মাত্র। স্বর্গ থেকে আমাদের সকলের জন্য আশীর্বাদ করো, যেন তোমাদের রেখে যাওয়া খ্রিস্ট-বিশ্বাস, ভালোবাসা ও জীবনাদর্শে নিত্যদিন পথ চলতে পারি। পুনরুত্থানের আনন্দে অনন্তকাল পরম শান্তিতে থেকো পরম পিতার কোলে। আদর্শে, বিনম্র শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় বেঁচে থেকো আমাদের সকলের হৃদয় মন্দিরে চিরকাল।

তোমাদের রেখে যাওয়া শোকাহত-

ফুলমতি-রাণী-ফাদার তপন-রিপন-রুণা, সিস্টার রোজেন SMRA, চন্দন-লাকী-নিশীতা-নীলা, রঞ্জন-মমতা-কলিন্স-প্রিয়াংকা, ব্রাদার নির্মল CSC, কল্পনা-স্বপন-পুঁজা-কেয়া-কান্তা, লিটন-নীলা-অন্তর-জয়িতা এবং অপরাপর আত্মীয়, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষী সকলে।

খ্রি/১৭/২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ১৭
১২ - ১৮ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
২৯ বৈশাখ - ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

হৃদয়ে যুক্ত থাকো মায়ের সাথে

১২ মে বিশ্ব মণ্ডলীতে পালন করছি প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণ পর্ব, বিশ্ব জগতে বিশ্ব মা দিবস এবং মাণ্ডলিক পরিমণ্ডলে বিশ্ব যোগাযোগ দিবস। উপলক্ষগুলো আলাদা আলাদা হলেও উদ্দেশ্য একটাই। তাহলো সুসম্পর্কে থাকা। সুসম্পর্ক রাখতে হয় সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সাথে এবং মানুষের সাথে। আর সে সম্পর্ক গড়ে ওঠে যোগাযোগের মাধ্যমে। যোগাযোগ ছাড়া মানব জীবন সচল থাকতে পারে না। যোগাযোগ যত যথার্থ ও বেশি হবে সম্পর্ক তত মধুর ও মজবুত হবে। খ্রিস্টমণ্ডলী অনেক আগে থেকেই যোগাযোগের গুরুত্ব অনুভব করেছে এবং যোগাযোগ ধারণা বিস্তৃত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। বিশ্ব যোগাযোগ দিবস পালন তন্মধ্যে অন্যতম একটি উদ্যোগ। মাণ্ডলিক ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণ মহাপর্বের দিন বিশ্ব যোগাযোগ দিবস পালন করা হয়। এ বছর ১২ মে তা পালিত হবে। যিশুর দেহধারণ ও স্বর্গারোহণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে তথা স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হল। আর মানুষে-মানুষে যোগাযোগ যেনো যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যোগাযোগ দিবসে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ ৬ষ্ঠ পল বিশ্ব যোগাযোগ দিবস পালন আনুষ্ঠানিকভাকে শুরু করেন। বিশ্ব যোগাযোগ দিবসে পোপ মহোদয়গণ তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে যোগাযোগকারীদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ দান করেন। যাতে করে যোগাযোগকারীগণ সঠিক যোগাযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে সকলের সাথে সু-সম্পর্ক সৃষ্টিতে উৎসাহিত ও উদ্যোগী হন। পোপ ফ্রান্সিস ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ৫৮তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবসের প্রতিপাদ্য রূপে বেছে নিয়েছেন 'পূর্ণ মানবীয় যোগাযোগের জন্য: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও হৃদয়ের প্রজ্ঞা' বিষয়টিকে। বাণীতে পোপ মহোদয় যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎকর্ষতার কথা যেমনি তুলে এনেছেন তেমনি যোগাযোগের মৌলিকত্ব মানবীয় যোগাযোগ স্থাপনেই জোর দিয়েছেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ অন্যান্য আবিষ্কার মানবীয় যোগাযোগকে সহায়তা করবে; তা যেন প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে না ওঠে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হতে পারে মানব সেবার মাধ্যম আবার তা হতে পারে আধিপত্য-ক্ষমতাবাদী। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পদ্ধতি আমাদের সাহায্য করে অজ্ঞতা পরিহার করতে এবং বিভিন্ন মানুষ ও প্রজন্মকে নানাবিধ তথ্য-তত্ত্ব জানানোর মধ্য দিয়ে জ্ঞানার্জনের পথ সহজ সুগম করে তুলে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের চেয়ে অনেক বেশি তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু সে তথ্য ও তত্ত্ব বোঝার ক্ষমতা সে রাখে না। শুধুমাত্র মানুষই তা রাখে। তাই মানবীয় যোগাযোগেই আমাদেরকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রথম স্তর ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের জীবন অনেক সহজ করে দিয়েছে। ফলে কারণে-অকারণে আমরা তা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। বর্তমান বাস্তবতায় আমাদের জীবনের প্রায় অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইন্টারনেট। ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বদৌলতে নিমিষেই পেয়ে যাচ্ছি তাৎক্ষণিক ঘটে যাওয়া যেকোন খবর আর সেই অনুসারে আলোড়িত হচ্ছে পুরো সমাজ। আমরা এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনবরত ভাল মূল্যবোধ, কাজ, ঘটনা ও আলোকিত ব্যক্তিদের কথা দায়িত্বশীলতার সাথে তুলে ধরি। একই সাথে মানুষের হাজারো সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা, আশা যোগানো ও বিশ্বাস বিস্তার করার কাজটাও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহজেই করতে পারে। আর এই জন্যে প্রয়োজন সকল বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল মনোভাব পোষণ করা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে আসক্ত হয়ে পড়লে নিজেই নিজেকে সমাজ থেকে চ্যুত করে দেবার একটি ঝুঁকি রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত হওয়াই যথেষ্ট নয়। সম্পর্কের মধ্যে মানবীয় যোগাযোগটা গুরুত্বপূর্ণ। সচেতন না হলে প্রযুক্তির যোগাযোগ আমাদেরকে যন্ত্র করে তুলতে পারে। তাই ইন্টারনেট ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমরা যেন আলাদা হয়ে না যাই।

বুদ্ধি দিয়ে সম্পর্ক রচনা হতে পারে তবে তা ক্ষণস্থায়ী। প্রকৃত ও স্থায়ী সম্পর্ক রচনা হয় হৃদয় দিয়ে। তাইতো একজন স্বশিক্ষিত মায়ের কাছে উচ্চ শিক্ষিত সন্তানও সবসময়ই ছোট থাকে। কেননা এখানে সম্পর্কটা যে বুদ্ধিতে নয় হৃদয়ে বিবেচিত। সন্তানের সাথে মায়ের সম্পর্কটা বেশিরভাগ সময়ই মধুর ও গভীর হয়। কেননা মা মানবীয় যোগাযোগের সকল ধরণই প্রয়োগ করেন সন্তানের সাথে। মা সন্তানকে যত বেশি সময় দিবেন তাদের সম্পর্ক তত বেশি মজবুত হবে। বর্তমান সময়ে অনেক মা'কে দেখা যায় শিশুদেরকে বিভিন্ন ডিভাইস দিয়ে ব্যস্ত রাখে এবং নিজেরাও ব্যস্ত থাকে। এমনিভাবে মা ও শিশুর মাঝে যান্ত্রিকতা প্রবেশ করে ও ধীর লয়ে সম্পর্ক নাশ করে। তাই প্রত্যেক মা যে কোনো পরিস্থিতিতে তার সন্তানদের জন্য সাধ্যমত সর্বোত্তম ভালোটা করার চেষ্টা করবেন।

সন্তানের মঙ্গলের জন্য মা নিজের সব সাধ-আহ্লাদ, চাহিদা-প্রয়োজন, পছন্দ-ভাললাগা, আরাম-আয়েশ, নিশ্চয়তা-নিরাপত্তা নিঃশর্তে ত্যাগ করেন। সন্তানের ভাললাগা ও আনন্দেই নিজের ভাললাগা ও আনন্দ। নিজের সবকিছু দিয়েই মা সন্তানকে আগলে রাখেন। কেননা মায়ের কাছে সন্তানই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপহার ও সেরা সম্পদ। মায়ের প্রতি সন্তানের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন তা সন্তানেরা মা দিবসে ব্যক্তিগতভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন। মা যেমন সন্তানকে হৃদয়ে রাখেন, সন্তানেরাও যেন মাকে হৃদয়ে রাখেন শুধু কথায় নয় কাজেও। পৃথিবীর সকল মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অবিরত †

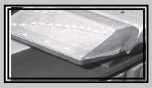

"যারা বিশ্বাস করবে, তাদের পাশে-পাশে এই চিহ্নগুলো থাকবে : তারা আমার নামে অপদূত তাড়াবে, নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, হাত করে সাপ তুলবে, ও মারাত্মক বিষ খেলেও তাদের কোন ক্ষতি হবে না ; তারা পীড়িতদের উপর হাত রাখবে আর তারা সুস্থ হবে।" (মার্ক১৬ : ১৭-১৮)

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

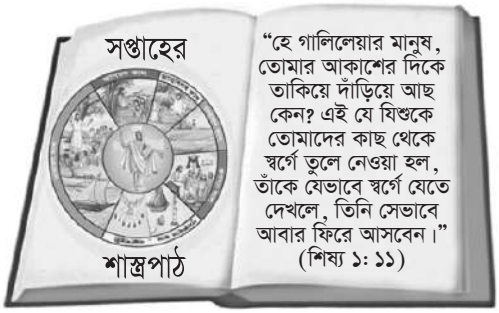

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১২ - ১৮ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

১২ মে, রবিবার
প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণ, *মহাপর্ব*
শিষ্য ১: ১-১১, সাম ৪৭: ১-২, ৫-৮, এফে ৪: ১-১৩; অথবা (এফে ৪: ১-৭, ১১-১৩), মার্ক ১৬: ১৫-২০, বিশ্ব যোগাযোগ দিবস

১৩ মে, রবিবার
ফাতিমা রাণী মারীয়া
শিষ্য ১৯: ১-৮, সাম ৬৮: ১-৬, যোহন ১৬: ২৯-৩৩
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
ইসা ৬১: ৯-১১, সাম ৪৪: ১০-১১, ১৩-১৬, লুক ১১: ২৭-২৮

১৪ মে, মঙ্গলবার
প্রেরিতদূত সাধু মাথিয়াস
শিষ্য ১: ১৫-১৭, ২০-২৬, সাম ১১৩: ১-৮, যোহন ১৫: ৯-১৭

১৫ মে, বুধবার
শিষ্য ২০: ২৮-৩৮, সাম ৬৮: ২৮-২৯, ৩২-৩৫, যোহন ১৭: ১১খ-১৯

১৬ মে, বৃহস্পতিবার
শিষ্য ২২: ৩০; ২৩: ৬-১১, সাম ১৬: ১-২, ৫, ৭-১১, যোহন ১৭: ২০-২৬

১৭ মে, শুক্রবার
শিষ্য ২৫: ১৩-২১, সাম ১০৩: ১-২, ১১-১২, ১৯-২০কখ, যোহন ২১: ১৫-১৯

১৮ মে, শনিবার
সাধু প্রথম জন, পোপ ও সাক্ষ্যমর
সাধ্বী বার্থলোমেয়া কাপিতানিও ও ভিনচেন্সা যেরোসা, সন্ন্যাসব্রতী
শিষ্য ২৮: ১৬-২০, ৩০-৩১, সাম ১১: ৪-৫, ৭, যোহন ২১: ২০-২৫

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১২ মে, রবিবার
প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণ, *মহাপর্ব*
+ ১৯৯৩ ব্রা. ইসোদোর ফাবিউস জয়াল, সিএসসি (চট্টঃ)
+ ১৯৯৯ ব্রা. রালফ্ বার্ণার্ড বেয়ার্ড, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৫ সি. মেরী ফিলোমিনা, আরএনডিএম
+ ২০১৪ সি. মেরী গ্লোরিয়া, পিসিপিএ (ময়মনঃ)

১৩ মে, রবিবার
+ ১৯৮৭ ব্রা. জেমস তালারোভিচ, সিএসসি (ঢাকা)

১৪ মে, মঙ্গলবার
+ ১৯৩৮ ফা. জ্যাঁ হামোন, সিএসসি
+ ২০০৪ সি. মিরিয়াম রিচার্ড, সিএসসি
+ ২০১৭ সি. মেরী সুশীলা, এসএমআরএ (ঢাকা)

১৫ মে, বুধবার
+ ১৯৩৮ ফা. সেলেস্টিন এফ. নিয়ার্ড, সিএসসি
+ ১৯৫৪ ফা. থিওডোর কাস্তেল্লি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৮ ফা. বেঞ্জামিন লাবে, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০২২ সি. মেরী মিটিল্ডা, এসএমআরএ (ঢাকা)

১৬ মে, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮৯ সি. মেরী এডিথ, আরএনডিএম (ঢাকা)

১৭ মে, শুক্রবার
+ ১৯৮৪ বিশপ রেমন্ড লারোজ, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৩ ফা. টমাস জিমারম্যান, সিএসসি (ঢাকা)

১৮ মে, শনিবার
+ ১৯৮৩ সি. এম. শার্লিটা এনরাইট, সিএসসি

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

॥গ। খ্রীষ্টীয় পরমসুখ

১৭২০: যে পরমসুখ অর্জন করতে ঈশ্বর মানুষকে ডাকেন, নব সন্ধি সে সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গী ব্যবহার করে:

– ঐশরাজ্যের আগমন; ১৬

– ঈশ্বর-দর্শন: "শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে";

– প্রভুর আনন্দে প্রবেশ করা;

– ঈশ্বরের বিশ্রামে প্রবেশ করা;

সেখানে আমরা বিশ্রাম করব ও প্রত্যক্ষ করব, আমরা প্রত্যক্ষ করব ও ভালবাসব, আমরা ভালবাসব ও প্রশংসা করব । দেখ শেষে কি হবে তার কোন শেষ নেই। যে-রাজ্যের শেষ নেই সেখানে পৌঁছানো ছাড়া আমাদের আর কোন্ শেষই-বা আছে?"

১৭২১: ঈশ্বর আমাদের এই পৃথিবীতে রেখেছেন যেন আমরা তাঁকে জানতে, ভালবাসতে ও সেবা করতে পারি, এবং এভাবে স্বর্গে যেতে পারি । পরমসুখ আমাদেরকে "ঐশস্বরূপ" ও অনন্ত জীবনের সহভাগী করে তোলে । পরমসুখ নিয়ে মানুষ প্রবেশ করে খ্রীষ্টের গৌরবে ও ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের জীবন-আনন্দে।

১৭২২: এই পরমসুখ মানুষের জ্ঞান ও ক্ষমতার অতীত। পরমসুখ ঈশ্বরের অনুগ্রহপুষ্ট স্বেচ্ছাকৃত দান থেকেই আসে: সেই কারণে, ঐশ্বরিক আনন্দে প্রবেশ করার জন্য প্রদত্ত অনুগ্রহ যেমন অলৌকিক, ঠিক তেমনি পরমসুখও অলৌকিক।

"শুভহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।" এ কথা সত্য যে, ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও অবর্ণনীয় মহিমা এমনই যে, তাঁকে "দেখে মানুষ জীবিত থাকতে পারবে না," কারণ পরমপিতা চাকরি চেনা বোধাতীত। কিন্তু আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা ও দয়ার কারণেও তিনি সব কিছুই করতে পারেন বারী বলে, তাঁকে যারা ভালবাসে তাঁকে দেখার মত অপূর্ব সুযোগটিও তিনি তাদের দান করেন ।... কারণ "যা কিছু মানুষের কাছে অসম্ভব তা ঈশ্বরের কাছে সম্ভব।"[২৩]

১৭২৩: আমাদের জন্য প্রতিশ্রুত পরমসুখ আমাদের নিকট দাবি করে দৃঢ়তার সঙ্গে নৈতিক গ্রহণ। আমাদের অন্তরকে কুপ্রবৃত্তি থেকে পবিত্র করার জন্য, ও সর্বোপরি ঈশ্বরের

ভালবাসা সন্ধান করার জন্য পরমসুখ আমাদের আহ্বান জানায়। পরমসুখ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, কোন সম্পদ বা সুস্বাস্থ্য, মানুষের খ্যাতি বা ক্ষমতা, অথবা কোন মানবীয় কাজ - যত উপকারই করুক-না- কেন - যেমন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা শিল্প, অথবা কোন সৃষ্টজীবের মধ্যে, সত্যিকারের সুখ পাওয়া যায় না। তা পাওয়া যায় একমাত্র ঈশ্বরের কাছে যিনি সকল মঙ্গল ও প্রেমের উৎস:

ধনসম্পদের সামনে সবাই মাথা নত করে। ধনসম্পদ সেই জিনিষ যাকে অসংখ্য মানুষ সহজ প্রবৃত্তিবশতঃ প্রণাম করে। তারা ধনসম্পদ দিয়ে সুখের পরিমাপ করে, ধনসম্পদ দ্বারা মান-সম্মান যাচাই করে। ধনসম্পদের প্রতি তারা নিজেকে নত করে এই গভীর বিশ্বাসে যে, ধনসম্পদ দিয়ে সে সবকিছুই করতে পারবে। ধনসম্পদ বর্তমান যুগের একটি দেবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে খ্যাতি..... অথবা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য জগতে ঢাক-ঢোল পেটানো - এটাকে "সংবাদ-পত্রের খ্যাতি" বলা যেতে পারে, যা আপনাতেই একটি বিরাট মঙ্গল বলে বিবেচিত হচ্ছে, এবং যা ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।[২৪]

১৭২৪: ঈশ্বরের দশ-আজ্ঞা, পর্বতের উপর উপদেশ, এবং প্রৈরিতিক ধর্মশিক্ষা স্বর্গরাজ্যে যাওয়ার বিভিন্ন পথের বর্ণনা করে। পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে, প্রতিদিনের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে, ধাপে ধাপে আমরা সেই পথে এগিয়ে চলি । আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টের বাণীর কাজের ফলশ্রুতিতে মণ্ডলীতে, ঈশ্বরের গৌরবের জন্য, আমরা ধীরে ধীরে ফল ধারণ করি।[২৫]

৫৮তম বিশ্ব সামাজিক যোগাযোগ দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণী
পূর্ণ মানবীয় যোগাযোগের জন্য : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও হৃদয়ের প্রজ্ঞা

সুপ্রিয় ভাইবোনেরা,

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তিগত ব্যাপক উন্নয়ন ধারা দেখে এ বছর বিশ্বশান্তি দিবসের জন্য আমার সাম্প্রতিক বার্তাটি উৎসর্গ করেছি। নিঃসন্দেহে তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশ্বকে আমূল ভাবে প্রভাবিত করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রভাবিত করছে সমাজ জীবনের নির্দিষ্ট মৌলিকগুলোকে। তথ্য ও যোগাযোগ ধারার এই পরিবর্তন শুধুমাত্র যোগাযোগ ক্ষেত্রে নিয়োজিত পেশাজীবীদেরই নয় কিন্তু প্রত্যেককেই প্রভাবিত করছে। আমাদের অনেকেরই বোধগম্যতার ও উপলব্ধির উর্ধ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ অন্যান্য আশ্চর্যজনক উদ্ভাবনীর কার্যক্ষমতা ও সম্ভাবনা, যা দ্রুতই বিস্তার লাভ করছে। এগুলোর কার্যক্ষমতা বুঝতে ও গ্রহণে সক্ষম না হওয়ায় তা আমাদের অনেকের মাঝে উত্তেজনা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। ফলে মানুষ ও জগৎ দিশেহারা। এই উদ্ভাবনী শক্তি অনিবার্যভাবে আমাদের কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে ভাবার সুযোগ করে দিচ্ছে : মানুষ কে! মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাব এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায়। একটি ভালো উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে আমরা কিভাবে সম্পূর্ণরূপে মানুষ থাকতে পারি এবং রূপান্তরিত সংস্কৃতিকে ভাল উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে পরিচালিত করতে পারি?

হৃদয় দিয়ে শুরু

সবকিছুর আগে এই বিপর্যয়ময় ভবিষ্যদ্বাণী ও অসার প্রভাবগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। ১০০ বছর পূর্বে ইটালীর ধর্মতত্ত্ববিদ রোমানো গার্দিনি প্রযুক্তি ও মানবতা নিয়ে গভীরভাবে অনুধ্যান করেছিলেন। তিনি নতুনত্বকে প্রত্যাখান না করার জন্য এবং অদৃশ্য হয়ে যাওয়া নিন্দিত সুন্দর পৃথিবীকে রক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সময়ে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক-রূপে সতর্ক করেছিলেন যে, আমরা ক্রমাগত 'হয়ে ওঠা'র প্রক্রিয়ায় আছি। আমাদের অবশ্যই এই নতুন প্রক্রিয়া ও উদ্ভাবনীর মধ্যে প্রবেশ করতে হবে স্ব আগ্রহে নিজস্ব আঙ্গিকে এবং উদার ও উন্মুক্ততার সাথে। কিন্তু একইসাথে এর মধ্যে ধ্বংসাত্মক ও অমানবিক সবকিছুর প্রতি সংবেদনশীলতার সাথে। তিনি উপসংহার টেনেছেন এভাবে, এগুলো হচ্ছে প্রযুক্তিগত, বৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা তবে মানুষের মানবতা ছাড়া এগুলো সমাধান করা যায় না। মানুষ নব চিন্তা-চেতনায় এগিয়ে যাক গভীর আধ্যাত্মিকতায় সজ্জিত হয়ে এবং অন্তর থেকে উৎসারিত মুক্ত ও সুস্থ চিন্তা-চেতনায়।

ইতিহাসের এই সময়ে যখন প্রযুক্তি হচ্ছে উন্নততর কিন্তু মানবতার দরিদ্র হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে, যেখানটায় মানবতা লোপ পাচ্ছে তা বোঝার জন্য মানুষ তার হৃদয়কে শানিত করুক: হৃদয় দিয়ে শুরু করতে হবে এই সম্ভাব্য ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়। অন্তরে ঘটাতে হবে নবায়ন; কেননা শুধুমাত্র হৃদয়ের জ্ঞান পুনরুদ্ধার করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উপায় অবলম্বন করে আমরা এই সময়ের নতুনত্বের মুখামুখি হতে পারি এবং ব্যাখ্যা করতে পারি পূর্ণ মানবীয় যোগাযোগের পথটি আবিষ্কার করতে। পবিত্র বাইবেলে হৃদয়কে স্বাধীন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্থান হিসেবে দেখা হয়। হৃদয় অখণ্ডতা ও মিলনের প্রতীক; যা আমাদের আবেগ, আকাঙ্খা-অনুভূতি, স্বপ্ন সর্বোপরি ঈশ্বরের সাথে আমাদের সাক্ষাতের অভ্যন্তরীণ স্থান।

হৃদয়ের এই প্রজ্ঞা হল সেই গুণ যা আমাদের সক্ষম করে তোলে এক হতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং পরিনতি ও ফলাফল জানতে এবং বুঝতে; আমাদের সবলতা এবং দুর্বলতা, আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ, আমাদের ব্যক্তিত্ব এবং বৃহত্তর সমাজের মধ্যে আমাদের একীভূত করতে সক্ষম করে।

হৃদয়ের এই প্রজ্ঞা তারাই পায় যারা তা খোঁজ করে এবং প্রজ্ঞাকে যে ভালোবাসে, সে সহজেই পায় দর্শন *(তুলনীয়ঃ প্রজ্ঞাঃ ৬ঃ১২-১৬)*। দম্ভে কেবল ঝগড়া-বিবাদের উদ্ভব হয়: যারা পরামর্শ শোনে তাদেরই কাছে প্রজ্ঞা বিরাজিত। যারা বিনয়ী ও শ্রবণকারী তারা হৃদয়ে সমৃদ্ধ *(১ রাজা ৩:৯)*। পবিত্র আত্মার দান আমাদেরকে ঈশ্বরের চোখ দিয়ে জগৎকে দেখতে অনুপ্রানিত করে: দেখতে দেয় সম্পর্ক, পরিস্থিতি, ঘটনা এবং উন্মোচন করতে সহায়তা করে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যাতে জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পাই। এই রকম প্রজ্ঞা না হলে জীবন হয়ে উঠবে নরম, নড়বড়ে: প্রজ্ঞা যার উৎপত্তি ল্যাতিন শব্দ sapere যার বিশেষ্য sapor এর সাথে সম্পর্কিত: য়ার মানে যা জীবনকে স্বাদ দেয়।

সুযোগ ও বিপদ সমূহ

প্রযুক্তিগত বিশ্বে প্রজ্ঞার কার্যকারিতা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে পোপ মহোদয় বলেন, আমরা যন্ত্রপাতি বা মেশিনের কাছ থেকে প্রজ্ঞা দাবি করতে পারি না। যদিও 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' এখন আরও সঠিকভাবে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপ্রণালী শব্দটি প্রতিস্থাপন করছে 'মেশিন লার্নিং' নামে। তাই বিজ্ঞানসম্মত সাহিত্যে 'বুদ্ধিমত্তা' শব্দটি আমাদেরকে বিভ্রান্তির দিকে ধাবিত করতে পারে। নিঃসন্দেহে মেশিন ডাটা সংরক্ষণ এবং সম্পর্কযুক্ত করার জন্য মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞানের চেয়ে বেশি ক্ষমতা রাখে কিন্তু শুধু মানুষই ডাটা বা তথ্য বোঝার ক্ষমতা রাখে। এটি কেবল যন্ত্রগুলিকে আরও মানবিক করে তোলার বিষয় নয়, কিন্তু সর্বশক্তিমান তার মায়া দ্বারা প্ররোচিত ঘুম থেকে মানবতাকে জাগিয়ে তোলার বিষয়। সর্বশক্তিমানতাবোধ এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যে আমরা সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত এবং স্ব-নির্দেশক বিষয় যারা সকল সামাজিক বন্ধন ও জীব হিসেবে নিজেদের অবস্থা ভুলে যায়।

মানুষ সর্বদা উপলব্ধি করে যে, তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং তাই সম্ভাব্য সকল উপায় ব্যবহার করে তাদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে চায়। প্রাচীনতম প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনগুলো থেকে অস্ত্রের সম্প্রসারণ দেখা যায়, তারপর মিডিয়া কথ্য শব্দের সম্প্রসারণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, এখন আমরা এতো অত্যাধুনিক যন্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি যা চিন্তার জন্য সমর্থন হিসেবে কাজ করে। যাহোক, এই যন্ত্রগুলির প্রত্যেকটিই ঈশ্বর ছাড়া ঈশ্বরের মতো হওয়ার আদিম প্রলোভনের দ্বারা অপব্যবহৃত হতে পারে *(দ্র: আদি ৩)*; তাহলো অন্যের সাথে সহভাগিতা করার জন্য বিনামূল্যে যা কিছু ঈশ্বরের কাছ থেকে পেতে পারি তা আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় উপলব্ধি/ আঁকড়িয়ে রাখতে চাই।

হৃদয়ের সাথে আমরা কতটা সংযুক্ত এবং কিভাবে সংযুক্ত-তা থেকে নির্ভর করে আমাদের নাগাল এবং নাগালের বাইরের যা কিছু রয়েছে তা হল সুযোগ ও বিপদসম। আমাদের দেহ যা যোগাযোগ ও মিলনের জন্য সৃষ্ট তা হতে পারে আগ্রাসন বা বিবাদ সৃষ্টিকারী। একইভাবে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হতে পারে মানব সেবার মাধ্যম আবার তা হতে পারে আধিপত্য-ক্ষমতাবাদী। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পদ্ধতি আমাদের সাহায্য করে অজ্ঞতা পরিহার করতে এবং সহজতর সুগম করে তুলে বিভিন্ন মানুষ ও প্রজন্মকে নানাবিধ তথ্য/তত্ত্ব জানানোর মধ্য দিয়ে। উদাহরণস্বরুপ, অতীত সময়ের লিখিত জ্ঞানের যে সম্পদ তা বোধগম্য করতে এবং সাধারণ (কমন) ভাষা যারা ব্যবহার করেন না তাদেরকে যোগাযোগে সক্ষম করে তুলে প্রযুক্তি জ্ঞান। তারপরেও, এই প্রযুক্তি জ্ঞান 'জ্ঞানগত দুষণ' এর উৎস হতে পারে আংশিক বা সম্পূর্ণ মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা বা বাস্তবতার বিকৃতি ঘটিয়ে এমনভাবে সম্প্রচার করা হয় যেন তারা সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য।

ভুয়া খবরের আকারে ভুল তথ্যের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা যা আজকের দুনিয়ায় 'ডিপফেইক' অর্থাৎ কণ্ঠ ও চিত্রময় প্রতিকৃতির এমন ব্যবহার যা সত্য নয় কিন্তু সত্য বলে প্রচার হয় তা নিয়ে কিন্তু চিন্তা করা দরকার। এই প্রোগ্রামগুলির নেপথ্যের ভানযুক্ত প্রযুক্তি কখনো নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে কার্যকরী হতে পারে; কিন্তু যখন তা অন্যদের সাথে ও বাস্তবতার সাথে আমাদের সম্পর্ককে বিকৃত করে তখন তা স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রথম ঢেউ শুরু হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে। আমরা এর সম্ভাবনা এবং ঝুঁকি ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে অনিশ্চয়তা অনুভব করি। জেনারেটিভ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বিতীয় স্তরটি নিঃসন্দেহে একটি গুণগত উল্লম্ফনের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই উপাদান/যন্ত্রগুলো বুঝতে পারা, মূল্য দেওয়া ও নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ। ভুল হাতে পরলে তা পরিবেশ পরিস্থিতি বিকৃত করে ফেলতে পারে। মানবীয় বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার অন্যান্য বিষয়াদির মতো গাণিতিক পরিভাষাও নিরপেক্ষ নয়। এই কারণে, নৈতিক নিয়মের মডেল প্রস্তাব করে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সিস্টেম ব্যবহারের ক্ষতিকর, বৈষম্যমূলক এবং সামাজিকভাবে অন্যায্য প্রভাব প্রতিরোধ করার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার এবং একইভাবে বহুত্ববাদ হ্রাস করার উদ্দেশে, জনমতের মেরুকরুণ বা দলীয়চিন্তার ধারা তৈরি করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়াই করা দরকার। আমি আরও একবার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন করছি 'একসাথে কাজ করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি গ্রহণ করার জন্য যা বিভিন্ন পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে।' একই সময়ে বলতে হয়, প্রত্যেকজন মানুষের ক্ষেত্রেই শুধু নিয়ম-নিয়ন্ত্রণ নিজে যথেষ্ট নয়।

মানবতায় বৃদ্ধি

আমরা সকলেই মানবতায় ও মানবীয় হিসেবে একসাথে বেড়ে উঠতে আহূত হয়েছি। একটি জটিল, বহুজাতিক, বহুত্ববাদী, বহুধর্মীয় এবং বহু-সংস্কৃতির সমাজে পরিণত হবার জন্য আমাদেরকে একটি গুণগত উল্লম্ফন দিতে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। যোগাযোগ ও জ্ঞানের এই সকল নতুন উপাদানগুলোর তাত্ত্বিক বিকাশ এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের বিষয়ে আমাদেরকে মনোযোগের সাথে ভাবতে বলা হয়। ভালোর উজ্জ্বল সম্ভাবনাগুলো বিমূর্ত গণনায় পরিণত করার ঝুঁকির সাথেই পথ চলে যা ব্যক্তিকে ডাটাতে, চিন্তাকে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া, অভিজ্ঞতাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা, মঙ্গলময়তাকে লাভে পরিণত করে এবং সর্বোপরি, একজন ব্যক্তির স্বকীয়তা ও গল্পকে অস্বীকার করে। বাস্তবতার বাস্তবতা দ্রবীভূত হয়ে যায় সংখ্যার প্রবাহে।

ডিজিটাল বিপ্লব আমাদের বৃহত্তর স্বাধীনতা আনতে পারে কিন্তু যদি না এটি আমাদের ইকো চেম্বারে বন্দী না করে ফেলে। এই ধরণের ক্ষেত্রে, তথ্যের বহুত্ববাদ বৃদ্ধির পরিবর্তে, আমরা বিভ্রান্তির জলে ভেসে যাওয়া কিংবা বাজার নীতির স্বার্থ ও শক্তির শিকার হয়ে নিজেদেরকে খুঁজে বের করি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যেরূপ ব্যবহার দলীয় চিন্তা, অযাচাইকৃত তথ্য সংগ্রহ, এবং সম্মিলিত সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালনের অবহেলার দিকে নিয়ে যায় তা অগ্রহণযোগ্য। বিশাল তথ্যভাণ্ডারের প্রতিনিধিত্বকারী বাস্তবতা যদিও মেশিন পরিচালনার জন্য ব্যবহার উপযোগী তথাপি তা বিষয়ের সত্যের বেশ ক্ষতি করে, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ককে ক্ষীণ করে মানবতাকে হুমকির মুখে রাখে। তথ্য মানব জীবনের জীবন্ত সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। এই বাস্তব জগতে শরীর ও নিজেকে নিমজ্জন জড়িত; তারা শুধু ডাটা নয় অভিজ্ঞতার সাথেও সম্পর্কযুক্ত; তাদের মুখাবয়ব ও তাতে অভিব্যক্তি, সহানুভূতি ও সহভাগিতায় সংবেদনশীলতা প্রয়োজন।

এখানে আমি মনে করি, সমান্তরাল যুদ্ধ ও যুদ্ধগুলোর প্রতিবেদনে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারনা চালানো হচ্ছে। আমি সেই সকল রিপোর্টারদের কথাও স্মরণ করি যারা দায়িত্ব পালনকালে যা তারা নিজেরা দেখেছিলেন তা আমাদের দেখার সুযোগ করে দিতে আহত বা নিহত হয়েছেন। শুধুমাত্র যন্ত্রণাকাতর শিশু, নারী-পুরুষদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা যুদ্ধের অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার যোগাযোগ সেক্টরে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে, তা সাংবাদিকদের ভূমিকাকে শেষ করে না কিন্তু সহায়তা দান করে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে পেশাদারীত্বকেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মূল্য দেয়, প্রত্যেকজন যোগাযোগকারীকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন করে তোলে এবং সকল মানুষকে যোগাযোগের কাজে বিচক্ষণ অংশগ্রহণকারী হতে সক্ষম করে।

আজ ও আগামীদিনের জন্য কিছু প্রশ্ন

এ প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই বেশ কিছু প্রশ্ন জাগে;

সারাবিশ্বের ব্যবহারকারীদের সাথে এক হয়ে আমরা কীভাবে তথ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে কর্মীদের পেশাদারিত্ব ও মর্যাদা রক্ষা করবো? কিভাবে বিভিন্ন প্লাটফর্মের আন্তঃকার্যকারিতা নিশ্চিত করবো? ডিজিটাল প্লাটফর্ম বিকাশ করে এমন ব্যবসাগুলিকে আমরা কীভাবে সক্ষম করবো প্রথাগত যোগাযোগ মাধ্যমের সম্পাদকদের মতো বিষয়বস্তু এবং বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে? ইনডেক্সি এবং ডি-ইনডেক্সি এর জন্য গাণিতিক পরিভাষার পরিচালনার নির্দেশিকাকে এবং সার্চ ইঞ্জিনগুলো যা ব্যক্তিদের এবং তাদের মতামত, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে উদযাপন ও বাতিল করতে সক্ষম তাদের ক্রিয়াকলাপকে আমরা কিভাবে আরও স্বচ্ছ করতে পারবো? আমরা কিভাবে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা দিই? গোপনীয়তার ঢালের আবডালে কিভাবে আমরা লেখার উদ্ভব ও উৎসের সন্ধানযোগ্যতা সনাক্ত করতে পারি? একটি ছবি বা ভিডিও একটি ইভেন্টকে তুলে ধরছে কিনা সে সম্বন্ধে আমরা কিভাবে পরিষ্কার হবো? আমরা কিভাবে উৎসগুলোকে শুধু এককে হ্রাস করা থেকে এবং অ্যালগরিদমের ভিত্তিতে একক পদ্ধতিকে আটকাতে পারি? পক্ষান্তরে আমরা কিভাবে বহুত্ববাদ সংরক্ষণ এবং বাস্তবতার জটিলতা মূর্ত করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের কথা প্রচার করবো? কিভাবে আমরা এত শক্তিশালী, ব্যয়বহুল ও এনার্জি খরচকারী প্রযুক্তি টেকসই করতে পারি? উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কিভাবে আমরা এই প্রযুক্তি সুলভ করতে পারি?

উপরোক্ত ও অন্যান্য প্রশ্নগুলোর যে উত্তরগুলি আমরা দিবো তা নির্ধারণ করবে যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তথ্যের জগতে প্রবেশের বিবেচনায় নতুন শ্রেণি সৃষ্টি করবে এবং এইভাবে শোষণ ও অসমতার নতুন ধরণ সৃষ্টি করবে কি না। অথবা, যদি এটি সঠিক তথ্য প্রচার এবং যুগান্তকারী পরিবর্তনের বৃহত্তর চেতনার মাধ্যমে বৃহত্তর সমতার দিকে পরিচালিত করতে পারে। কেননা তথ্যের একটি সুগঠিত এবং বহুত্ববাদী নেটওয়ার্কের মধ্যে ব্যক্তি ও জনগণের অনেক চাহিদা স্বীকার করা হয়। একদিকে যদি আমরা নতুন রূপের দাসত্বের আভাস দেখতে পারি, অন্যদিকে বৃহত্তর স্বাধীনতার একটি উপায়ও কল্পনা করতে পারি। এটির সম্ভাবনা আছে যে, নির্ধারিত কিছু মানুষ অন্যের চিন্তাভাবনাতে শর্ত দিতে পারে, অথবা সকল মানুষ চিন্তার ক্রমবিকাশে অংশগ্রহণ করতে পারে।

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পূর্ব নির্ধারিত নয়; তাই তা আমাদের উপর নির্ভর করে। এটি আমাদের উপর নির্ভর করে যে, আমরা অ্যালগরিদমের বিষয়বস্তু হয়ে থাকবো নাকি সেই স্বাধীনতা দিয়ে আমাদের হৃদয়কে পুষ্ট করবো যা ছাড়া আমরা প্রজ্ঞায় বাড়তে পারি না। সময়কে বিজ্ঞতার সাথে ব্যবহার করলে এবং নিজেদের দুর্বলতাগুলোকে আলিঙ্গণ করার মাধ্যমে প্রজ্ঞা পুষ্ট হয়। যারা অতীত মনে রাখে এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকে প্রজ্ঞা সেই প্রজন্মের মধ্যে ভালোবেসে বৃদ্ধি পায়। শুধু একসাথে আমরা আমাদের বিচক্ষণতা ও সতর্কতার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারি এবং পরিপূর্ণতার আলোকে কোন কিছু দেখতে পারি। তা নাহলে আমাদের মানবতা তার ভারসাম্য হারাতে পারে। আসুন, আমরা সে প্রজ্ঞার অন্বেষণ করি যা সকল কিছুর আগে বিদ্যমান ছিল *(দ্র: সিরাক ১:৪)*। এই প্রজ্ঞা আমাদেরকে সাহায্য করবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সিস্টেমগুলোকে পূর্ণ মানবীয় যোগাযোগের পরিষেবায় রাখতে।

রোম, সাধু যোহনের মহামন্দির, ২৪ জানুয়ারি ২০২৪ **ফ্রান্সিস**

ভাষান্তর: ফাদার লেণার্ড সি. রিবেরু

স্বর্গারোহণ : খ্রিস্টের মহাবিজয়

সনি রোজারিও

যিশুর স্বর্গারোহণ নির্দেশ করে যিশুর মানবসত্তার স্বর্গীয় পরমেশ্বরের রাজত্বের চূড়ান্ত প্রবেশ, যেখান থেকে তিনি আবার আসবেন (শিষ্যচরিত ১:১১)। **শিষ্যদের** সঙ্গে কথা বলার পর প্রভু যিশুকে ঊর্ধ্বে, **স্বর্গে** তুলে নেওয়া হল এবং তিনি ঈশ্বরের ডান পাশেই আসন নিলেন। স্বর্গে আরোহন করে তিনি স্বর্গের **দ্বার** সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। পুনরুত্থানের পর যিশু পৃথিবীতে চল্লিশ দিন ছিলেন। এই সময় তিনি প্রেরিত শিষ্য এবং অনুগামীদের ছাড়া আরও শত শত লোককে দেখা দিয়েছিলেন; এতে যিশু প্রমাণ করলেন যে, তিনি সত্যই পুনরুত্থান করেছেন। চল্লিশ দিন ব্যাপী যিশু **শিষ্যদের** ধর্মীয় **তত্ত্ব ও** মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা বিষয়ক শিক্ষা দিলেন এবং পবিত্র আত্মার আগমন **সম্বন্ধে** শিষ্যদের প্রবুদ্ধ করলেন।

যিশু তাঁর প্রেরিত শিষ্য ও অনুগামীদের নিয়ে জেরুসালেমের নিকটবর্তী জলপাই নামে এক পাহাড়ে গেলেন। তাঁর শিষ্য ও অনুগামীদের পবিত্র আত্মার আগমনের অপেক্ষায় জেরুসালেমে থাকতে বললেন এবং এই আদেশ দিলেন, তাঁরা যেন সর্বত্র বাণী প্রচার করেন এবং বিশ্বাসীদের দীক্ষা দেন। অতপর তিনি সকলকে আশীর্বাদ করলেন। তাঁদের চোখের সামনে যিশু ঊর্ধ্বে উন্নীত হলেন এবং একটি মেঘ এসে তাঁকে তাঁদের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেল। শিষ্যেরা আকাশের দিকে চেয়ে আছেন, এমন সময় দু'জন দেবদূত দেখা দিয়ে বললেন, যাকে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হল, সেই যিশুকে যেভাবে স্বর্গে যেতে দেখেছ, সেভাবে তিনি ফিরে আসবেন (প্রেরিত ১:১১)।

স্বর্গারোহণ রহস্যটির মূখ্য উদ্দেশ্য হল- ইহলোকে তাঁর প্রত্যক্ষ মুক্তি কার্যের সমাপ্তি ঘোষণা করা। স্বর্গে আমাদের স্থান **প্রস্তুত করা** এবং তাঁর মহিমা প্রকাশ করার জন্য যিশু স্বর্গারোহণ করেছেন। আমাদের একজন হওয়ার জন্য যে দেহ যিশু গ্রহণ করেছিলেন, তা নিয়ে তিনি পিতার কাছে ফিরে গেলেন। স্বর্গারোহণ করে যিশু দেখালেন যে, যে কাজ তিনি করতে এসেছিলেন তা পূর্ণ হয়েছে। যিশু স্বর্গে গমন করলেন, এর অর্থ নয় যে, যিশু অন্য কোথাও গিয়েছেন বা ঊর্ধ্বোকাশে উঠে গিয়েছেন। এর তাৎপর্যময় অর্থ হল, তিনি মানুষের নশ্বর চক্ষুর অন্তরাল হয়েছেন। অন্তর্হিত হলেও তিনি সর্বদা আমাদের মধ্যে আছেন। তবে এমনটা ভাবতে হবে না যে, যিশু বিশ্ব-**ব্রহ্মাণ্ডের** কোন দূরবর্তী স্থানে গিয়েছেন। তিনি সমগ্র বিশ্বর ঊর্ধ্বে বা বাইরে নান, বরং বিশ্ব-প্রকৃতির প্রাণ-কেন্দ্র স্বরূপ বিরাজমান, যেহেতু পিতা-ঈশ্বর তাঁকে যাবতীয় সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব দিয়েছেন।

আমরা বিশ্বাসমন্ত্রে বলে থাকি, যিশু স্বর্গে গিয়ে পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন। এই কথার অর্থ ঈশ্বর হিসাবে যিশু পিতা ঈশ্বরের সমান এবং মানুষ হিসাবে তিনি সর্বোত্তম মর্যদা লাভ করেছেন। ডান দিকে থাকা **সম্মা**নজনক **ব্যবস্থা**। আমরা যখন বলি, যিশু পিতা ঈশ্বরের ডান দিকে আছেন, তখন তার অর্থ মানুষ হয়েও যিশু স্বর্গে সকল সাধু সাধ্বী অপেক্ষা উচ্চস্থান লাভ করেছেন। তিনি রাজার মত যাবতীয় প্রাণীর উপর কর্তৃত্ব করেন। ঈশ্বর হিসারে তিনি পিতার কাছে সবদিক দিয়েই সমান। অবশ্য ডান দিকে থাকা কথাটি রূপক মাত্র। ঈশ্বরের কোন ডান বাম সেই, তিনি সর্বত্র, সম্পূর্ণভাবে বিরাজমান। আমাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধির **দ্বারা** যিশুর অসীম মহিমার কথা বুঝতে পারি, সেই ব্যাখ্যার জন্য এরকম রূপক ব্যবহার করা হয়।

তুরিনের ধর্মপাল সাধু মাক্সিম বলেন, "গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে না মরে যায়, তবে তা একটিমাত্র থাকে, যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে। সুতরাং প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করায় ফুলের মত প্রস্ফুটিত হলেন; স্বর্গারোহণ করায় ফল উৎপন্ন করলেন। মাটির বুক থেকে যখন গজে ওঠেন তখন তিনি ফুল, যখন ঊর্ধ্বলোকে প্রতিষ্ঠিত হন তখন তিনি ফল। তাঁর নিজের কথা অনুসারে, যখন ক্রুশের উপরে একাকী হয়ে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেন তখন তিনি গমের দানা, যখন প্রেরিতদূতদের মহাবিশ্বসে আবিষ্ট হন তখন তিনি ফল। কেননা পুনরুত্থানের পরবর্তী চল্লিশ দিন **শিষ্যদের** সঙ্গে অতিবাহিত করে তিনি পরিপক্কতার পূর্ণতায় তাঁদের শিক্ষা দিলেন ও সেই শিক্ষার উর্বরতায় ফলশালী হতে তাঁদের প্রেরণা দিলেন। তারপর তিনি স্বর্গে, অর্থাৎ পিতার কাছে আরোহণ করে মাংসের ফল সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ও **শিষ্যদের** হাতে রেখে গেলেন ধর্মময়তার বীজ। প্রভু যিশু পিতার কাছে আরোহণ করলেন। তোমাদের অবশ্যই মনে আছে, আমরা **ত্রাণকর্তার** সঙ্গে সেই ঈগলের তুলনা করেছিলাম, সামসংহিতায় যার বিষয়ে লেখা আছে ঈগল নিজ যৌবন নবীকৃত করে। সাদৃশ্যটা সামান্য নয়। ঈগল যেমন মাটি ছেড়ে ঊর্ধ্বের দিকে লক্ষ রেখে আকাশ পর্যন্ত ওড়ে, তেমনি **ত্রাণকর্তাও** পাতালের নিম্নদেশ ছেড়ে পরমদেশের উচ্চতার দিকে লক্ষ রেখে ঊর্ধ্বলোক ভেদ করে স্বর্গে প্রবেশ করে, তেমনি প্রভু মর্ত্যপাপের কাদা ছেড়ে আপন পবিত্রজনদের সঙ্গে ঊর্ধ্বে গিয়ে উঠে পবিত্রতম জীবনের নির্মলতায় আনন্দ করেন। সবদিক দিয়েই আমরা **ত্রাণকর্তার** সঙ্গে ঈগলের তুলনা করতে পারি। কিন্তু ঈগল যে প্রায়ই শিকার চুরি করে ও পরের জিনিস নিয়ে যায়, এবিষয়ে কী বলব? এতেও **ত্রাণকর্তা** ঈগল থেকে ভিন্ন নন। তিনি তখনই শিকার চুরি করলেন যখন মানুষকে পাতালের কবল থেকে কেড়ে নিয়ে তাকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন, অর্থাৎ তিনি যাকে শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন সেই দাসকে আপন বন্দিরূপে ঊর্ধ্বেলোকে চালিত করলেন, সেইভাবে নবী বলেন, ঊর্ধ্বলোকে গিয়ে উঠে তিনি বন্দিদশাকে বন্দি করে নিয়ে গেলেন, মানুষকে তিনি উপঢৌকন দিলেন। বাক্যটি বলতে চায়, বিজয়ী বীরের মত তিনি বন্দিদের স্বর্গ পর্যন্ত উন্নীত করলেন। বস্তুতপক্ষে বন্দিদশা দুটো একই শব্দে **ব্যক্ত, তবু** তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে! শয়তানের বন্দিদশা মানুষকে **ক্রীতদান** করে; **খ্রিস্টের** বন্দিদশা মানুষকে স্বাধীনতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে"।

এক ব্যক্তি একবার এক অচেনা জায়গায় **ভ্রমণ** করছিলেন। সেখানকার পথঘাট চিনতে কষ্ট হবে ভেবে তিনি একজন ভাল পথপ্রদর্শকের খোঁজ করেন। পথ প্রদর্শক হিসাবে সাহায্য করতে যখন একজন রাজি হলো তিনি তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, **"আমি** যেই গ্রামে যেতে চাই আপনি কি আগে কখনও সেখানে গিয়েছেন? তিনি উত্তর দিলেন, না মহাশয়, আমি অর্ধেক পথ পর্যন্ত গিয়েছিলাম। কিন্তু বাকী পথ কিভাবে যেতে হবে সেই সম্পর্কে আমি জেনে নিয়েছি। **ভ্রমণকারী** বললেন, আমি দুঃখিত যে আপনাকে নিতে পারছি না, কারণ আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। তারপর আর একজন লোক এই কাজে এগিয়ে আসলেন। **ভ্রমণকারী** তাকেও জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি কখনো সেই গ্রামে গিয়েছেন? সেই লোকটি উত্তর দিলেন, না স্যার, আমি কখনো যাইনি। তবে আমি সেই গ্রামের কাছে একটি পাহাড়ের উপর থাকতাম, সেখান থেকে সেখানকার পথঘাট সব দেখেছি। **ভ্রমণকারী** বললেন, আপনি যা জানেন তা যথেষ্ট নয়। আমি আপনার উপর নির্ভর করতে পারি না। শেষে আর একজন আসলেন আর বললেন যে, তিনি সেই গ্রামের পথঘাট ভালভাবে জানেন। আর **ভ্রমণকারী** যখন তাকে একই প্রশ্ন করলেন তখন তিনি বললেন, স্যার আপনি যে গ্রামের কথা বললেন সেখানেই আমার বাড়ি। **ভ্রমণকারী** তক্ষুণি বুঝলেন, যে এই লোকই যথার্থ পথ প্রদর্শক।

যিশুর স্বর্গারোহণ চিহ্নিত করে এই জগতে তাঁর প্রেরণ কার্যের সমাপ্তি। পিতা ঈশ্বর মানব পরিত্রাণের লক্ষ্যে **যে** দায়িত্ব দিয়ে তাঁর পুত্রকে এই জগতে প্রেরণ করে ছিলেন তা **বিশ্বস্তভাবে** যিশু সফল করেছেন। যিশুর স্বর্গারোহণ হলো আমাদের মাঝে তাঁর জাগতিক কাজের সমাপ্তি। তিনি মানব দেহধারণ করে এই জগতে এসেছিলেন মানুষকে পাপবন্ধন থেকে মুক্ত করতে। তিনি **শুধু** আমাদের পাপবন্ধন মুক্তই করেননি বরং স্বর্গে বিরাজমান পিতার

(১২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মা, সুখ-দুঃখের বাহক

ফাদার যোসেফ মুরমু

"মা"র তাৎপর্যপূর্ণ সংজ্ঞা আনলিমিটেড। অবর্ণীয়। সংজ্ঞার বিচিত্র বাক্যে মাকে পরিমাপ অসম্ভব। তাঁকে নির্দিষ্ট কোন ছকে বা কাঠামোতে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়, তাঁর পরিচিতিরও ইতি টানা অসম্ভব। তিনি এমনই 'মা', যাকে জীবিত বা মৃত, যাই ভাবা হোক না কেন, তিনি অতিনিকটে উপস্থিত এবং সন্তানের সর্বাঙ্গে সংযুক্ত। মা মূর্ত ভাস্কর্য, চিরভাস্বর জনসমাজে। মা সন্তানের জীবনকর্মে ঝর্ণা ধারার মতই প্রবাহমান, ঝর্ণার মতই প্রাণময়, সুখ-দুঃখেও কোমল প্রাণময়ী, বিশুদ্ধ জীবন জাগ্রতকারী। তিনি আগত জীবনের উদিত সূর্য। সন্তান বেড়ে ওঠার ক্ষণে মায়ের কোলে জীবনদর্শন উপলব্ধি করে, আগত সময়ের প্রত্যাশায় নড়েচড়ে ওঠে। তখনই জানতে পারে কিভাবে মা সুখ-দুঃখ যে বসবাস করছে, তাকে নির্মাণ করে চলেছে। মা এভাবেই সন্তানকে জীবনকর্মে সাক্ষাৎ করিয়ে দেয় এবং স্বস্নেহে পরিবারে লালন পালন করে। পরিবারে "মা" মাতৃত্ব প্রসার করতে থাকে, যতদিন বেঁচে আছেন তিনি।

"মা"র মধ্যে স্পর্শহীন **'সুখ'**-এর রেখা দৃষ্টিগোচর হয়, যে সুখ মায়ের ব্যবহারিক জীবন-গতিকে সাংসারিক ও বহির্মুখি করে। "মা" শব্দটি উচ্চারণ করলে, পরিবারের সদস্য ও সন্তানেরা চলমান জীবনে সুখ খুঁজে ফিরে, সুখের সাক্ষাৎ লাভ করে। সুখের জীবনীশক্তি অনুভব করে। উপরন্ত পরিবার 'মা'র মধ্যে আরাম-আয়েশ খোঁজে, ফলে সে বা তারা সংসারে সুখের আবহে চঞ্চলতায় ভরপুর হয়, সুখের মনোমুগ্ধকর ছায়ায় আত্মতৃপ্তিবোধ করে। 'মা' সুখের দু'হাতে আপনজনদের জড়িয়ে রাখেন। আপনজনেরা বুঝতে সক্ষম হয় সংসারের সুখের ভিত্তি তিনি। সংসারের রক্ষক ও নিরাপত্তার ঘের তিনি। সংসারে সুখের মাঝে মা নিজেই সুখের মাতৃছায়ায় 'সন্তান ও অন্যকে আশ্রয় দেয়ার সুযোগ করিয়ে দেন। সংসারে "মা" অস্থির অস্থি নন, তিনি স্থির অস্থি, তিনি ব্যক্তি-সন্তানকে স্থিরতায় সুখে সমৃদ্ধতায় দক্ষ করেন, এটি আর একটি মায়ের আকাঙ্ক্ষা। এভাবেই তিনি তাদের চলাচল জীবনে সুখের মুখোমুখি করান। তিনি পরিবার ও সদস্যদের উন্নতস্তম্ভ হওয়ার জন্যে জ্ঞান-বুদ্ধি দান গঠন করেন। এ জন্যে "মা"-এর প্রচেষ্টায় সন্তান ও সদস্যরা জ্ঞান গরিমায় সমৃদ্ধ হয়, সুখের আকর ধারণ করে মনুষ্যত্ব অর্জন করে সংসারে একজন উন্নত মানুষরূপে আবির্ভূত হয়।

"দুঃখ"ও "মা"-এর অন্যতম একটি শক্তি, এই জন্য যে, তিনি দুঃখেও পজেটিভ মানসিকতায় পরিবারের জীবন গঠনে সক্ষম। তিনি দুঃখের তীব্রতায় ভেঙ্গে পড়লেও অঙ্গার হন না, বরং শাণিতশক্তি অর্জন করে সম্মুখযাত্রার গতি সচল রাখেন। নিজের জন্মের ক্ষণে মাতৃত্বে অগণিত দুঃখ যুক্ত, যেগুলো ঐশজনের অবধারিত উপহার। এ উপহার প্রথম নারীকে নিবেদিত করা হয়েছিল,আর এখন বর্তমান মায়ের কাঁধে চেপে পড়েছে, বহন করতে হচ্ছে। চেপে পড়া দুঃখের বোঝা কষ্টদায়ক, কিন্তু না, মায়ের কষ্টের বোঝার ওজন ভারী হলেও তিনি মাতৃত্বের সম্মান হারান না, বরং বিধাতার অনুগ্রহে, দুঃখের ঝড়েই পরিবারের ব্যক্তিদের দৃঢ়তায় যত্ন-সেবা করেন। 'মা' প্রদত্ত সহনশীল-অসহনশীল দুঃখের বোঝা স্কন্ধে নিয়ে সংসারে প্রবল ও কঠিন মনচিত্রে এগিয়ে যাচ্ছেন, সংসারের সদস্যদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন সামনে এবং নিজেও বেঁচে থাকার পথেই হেঁটে যাচ্ছেন। কাউকে দুঃখ দিতে নারাজ, আগ্রহী নয়।

'মা' সংসারে দুঃখ যন্ত্রণার বোঝার ভারে আক্রান্ত। তা হালকা করতে স্বামী প্রায়শঃ অমনোযোগী। তাই তাকে একাই সংসারকে সুখে রাখার লক্ষ্যে দুঃখের ভারী বোঝা শায়িত পর্যন্ত বইতে হয়। স্বামী, সন্তানেরা কিছু বোঝা লাঘব করেন ঠিক, কিন্তু পুরো লাঘবে গড়িমশি করেন বলে স্ত্রী ও মাকে তা বহন করতে হয়। নারী যখন মা, তখন কাউকেও বহনে জোড়াজুড়ি করেন না, বিশ্বাস করেন, এটি মা-এর অর্পিত দায়িত্ব, তাই যন্ত্রণার ভার তার স্কন্ধে। পরিবারে স্বজনদের রূঢ় আচরণ মেনে নিতে কষ্ট লাগলেও, মা-কেই বইতে হয়। সৃষ্টিকর্তা 'মা'-য়ের শরীরে অভাবনীয় শক্তি ও সামর্থ জড়িয়ে দিয়েছেন বলেই দায়িত্ব পালনে নম্র-কোমল। হাজার হলেও দেহ তো, তা যে দুর্বল, তবুও দুঃখ-কষ্ট, যাই আসুক, তবুও খুশি মনেই এসব দুঃখ-কষ্ট মেনে নেন। তার দৃঢ়বিশ্বাস, পরিবার ও স্বামী সন্তানেরা তার আপন অস্থি ও রক্ত-মাংস, তাই, দুঃখ-কষ্টে নিহিত শক্তি জাগ্রত করে, এগিয়ে যান, সফলতার উচ্চতায় সংসারকে দাঁড় করিয়ে দিতে সংকল্পবদ্ধ। দুঃখের চাপে মা হতাশ হলেও, নিশ্চিত জানেন, সংসারের সব দুঃখ তুচ্ছ করে সংসারে সুখেই থাকতে হবে, সুখের পরিবেশ জন্মাতে হবে। তিনি স্মরণ করেন, বৈবাহিক মন্ত্রের প্রতিজ্ঞা, তা পূরণেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি এখন।

মা-র দৈনন্দিন পারিবারিক পরিচিতি বহুমুখি এবং সর্বজনীন। সংসারের ঘানি টানার মধ্যেই মা আদর্শ ও দর্শনে পরিবারের সেবিকা, ক্ষেত-খামারের কর্মী, রান্না ঘরের রাঁধুনি, সন্তানের শিক্ষক, স্বামীর সহযাত্রী, ধর্মে ধার্মিক, সুখ-দুঃখের বিধায়ক, অন্য সব পরিবারের পথপ্রদর্শক ও পাড়া প্রতিবেশির মধ্যেকার সমন্বয়কারী এবং পরিবারের ভিত্তি। তিনি কিন্তু পরিবারের সীমারেখার মা থাকেন না, তিনি হয়ে উঠেন সর্ব পরিবারের মা। শুধু এটুকুই নয়, তিনি আয় উন্নতির ব্যাংকার, উন্নত জীবন গঠনের ভাবক, পরিচ্ছন্ন পরিবেশের প্রয়োজক ও পরিচালক, সমবেদনার সমব্যথি ও দান খয়রাত প্রদানকারী। আত্মীয়তা রক্ষায় মনোযোগি সত্তা-আত্মা, অপরকে আপন ভাবার মানসিকতা বর্জন করেন এবং সুসম্পর্ক গড়ার কাজে সুদৃষ্টিধারী এক নারী, এক মা এবং এক গৃহকর্ত্রী।

মা-কে, শত উপাধিতে সজ্জিত করে রাখা যায়, নাম কীর্তন করা যায়, কিন্তু মা দুঃখ-সুখের বোঝার বাহকেই থেকে যান, সুখ-দুঃখের মধ্যে দিন যাপন করেন। এ বিষয় নিয়ে কোন ব্যক্তি দুর্দান্ত বক্তব্য রেখে পুরো চরিত্র জগতবাসীকে জানাতে পারবে না, কেননা মায়ের চারিত্রিক রূপ, আকাশের মত বিশাল এবং সাগরের মত সুদুর প্রসারী, যেখানে লুকায়িত রয়েছে বহুপ্রসারীত "সুখ-দুঃখ", মানবীয় জ্ঞান-প্রজ্ঞা কুলকিনারা করতে অক্ষম। মা, একদিন বৈবাহিক অধ্যায় বা পবিত্র বিবাহ সংস্কার থেকে যা পেয়েছেন, তা ঈশ্বর নিজেই রংতুলিতে সমুজ্জল করিয়ে দিয়েছেন, এ কারণে মা রহস্যময়ী চরিত্রধারী, যে চরিত্রের রহস্য মানুষ সীমিতজ্ঞানে কিছু উপলব্ধি করে, কিন্তু ক্ষীণ দৃষ্টির শক্তি দেখতে পায় না। প্রকৃতির সাথে তুলনা করি, তিনি প্রবাহমান নদী বা খাল বিলের মিশ্রিত জলের স্রোতের মতই রহস্যময়ী॥

শ্রেষ্ঠ সম্পদঃ মা

দুলেন্দ্র ড্যানিয়েল গমেজ

"মা ডাকটি মিষ্টি অতি
মন ভরে যায় স্বাদে
আমার জন্য তোমার ভালোবাসা
চিরস্থায়ী হয়ে রবে।
আদর দিয়ে, সোহাগ দিয়ে
রেখেছো আমায় যতনে
তোমার আদর্শ লালন করবো
নিত্য জীবন গঠনে।"

মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতর সম্পর্কের নাম "মা"। এ ছোট নামেই সব মমতার মধু মাখা। 'মা' অতি পরিচিত একটি শব্দ। 'মা' শব্দটির অর্থ ও মাহাত্ম্য অত্যন্ত গভীর ও অপরিমাপযোগ্য। 'মা' শব্দটি কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়-মন জুড়ে উদিত হয় বহুরঙ্গা রঙধনু। মানবজীবনের সাথে সবচেয়ে বেশি আবেগিক সম্পর্ক হলো এই 'মা' শব্দের সঙ্গে। পৃথিবীতে একমাত্র খাঁটি ও মধুরতম সম্পর্ক হলো মা-সন্তানের সম্পর্ক। 'মা' নামটির আড়ালে লুকিয়ে আছে মায়া, মমতা, আবেগ, আদর, ভালোবাসা ও মাতৃত্ব। মা আমাদের ১০ মাস ১০দিন গর্ভে ধারণ করে আগলে রাখেন। রক্ষা করেন এই রূঢ় পৃথিবীর সকল মন্দ ছোবল থেকে। যার ফলে আমরা এই সুন্দর পৃথিবী দেখতে পাই। জন্মের পরে সন্তান সর্বপ্রথম এই "মা" শব্দটি শেখে। তখন থেকে এই ত্রি-ভুবনে মা হয়ে ওঠেন আমাদের সবচেয়ে আপনজন, হয়ে ওঠেন আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যার কোনো বিকল্প নেই। নেই কোন পরিমাপক ও পরিবর্তন। তাঁর এক ফোঁটা দুধের মূল্য আমরা কোটি টাকা দিয়েও পরিশোধ করতে পারব না। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় আমরা সন্তানেরা অন্য এক নারীর সংস্পর্শে এসে, ক্ষণিকের সুখের জন্য ভুলে যাই আমাদের জন্মদায়িনীকে। ভুলে যাই আমাদের জীবনের মূল শিকড়কে। আমরা একবারও চিন্তা করি না, একমাত্র তাঁর প্রকৃত শিক্ষার কারণে আমরা আজ যার যার শ্রেষ্ঠতম পর্যায়ে রয়েছি।

পৃথিবীতে অকৃত্রিম, খাঁটি ও অলৌকিক যদি কোন শব্দ থেকে থাকে তবে তা হলো "মা"। মা শব্দটি ছোট হলেও এর বিশালতা ব্যাপক। পৃথিবীটা স্বার্থপর। সবাই শুধু নিতে চায়, কেউ দিতে চায় না। একমাত্র মা-ই নিঃস্বার্থভাবে দিয়ে যান। সন্তানের জীবনে মায়ের ভূমিকা অপরিসীম। সন্তানের মঙ্গলের জন্য মা তিলে তিলে তাঁর জীবনটা নিঃশেষ করে দেন। প্রতিদিনই 'মা' আমার আপনার অর্থাৎ সন্তানদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। সন্তানের ভাল লাগা ও আনন্দেই যেন নিজের ভাল লাগা ও আনন্দ। নিজের সবকিছু দিয়েই মা সন্তানদের আগলে রাখেন। কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ বলেছেন, "মা হল পৃথিবীর একমাত্র ব্যাংক, যেখানে আমরা আমাদের সব দুঃখ, কষ্ট জমা রাখি এবং বিনিময়ে নেই বিনা সুদে অকৃত্রিম ভালবাসা"। সন্তানের প্রতি মায়ের যে মায়া-মমতা, তা স্বর্গীয়। মায়ের কাছে প্রতিটি সন্তান সমান। মায়ের কাছে সন্তানেরা যেমন ঈশ্বরের সেরা উপহার, তেমনিভাবে সন্তানদের কাছে "মা" হচ্ছেন 'শ্রেষ্ঠ সম্পদ'। কেননা একমাত্র মায়ের সংস্পর্শেই সন্তান ধীরে ধীরে পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠে। মা ছাড়া আমাদের জীবনের কোনো অস্তিত্ব নেই। বর্তমান বাস্তবতায় আমরা

উপলব্ধি করতে পারি, পৃথিবীতে মা ছাড়া আমাদের প্রকৃত বা খাঁটি কোনো আপনজন নেই। আমার আপনার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছেন 'মা'। "মা" হলো আমাদের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু এবং সবচেয়ে আপনজন।

"মা" শব্দটি সত্যি মহান। 'মা' আমার জীবনে এক অজানা রহস্য, শক্তির আধার ও ভালবাসার উৎস। পৃথিবীতে মা ও সন্তানের মধ্যে যে সম্পর্ক তা শাশ্বত ও সীমাহীন ভালোবাসায় প্রতিষ্ঠিত। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা নিঃস্বার্থ। তাই **আমেরিকান লেখক মিচ আলবোন বলেছেন, "মায়ের চোখে তাকালেই পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্পাপ আর নিখাদ ভালোবাসা খুঁজে পাওয়া যায়।"** একজন মা, তার সন্তানের কাছে কখনো অভিবাবক, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, পথ প্রদর্শক আবার কখনো বা প্রকৃত বন্ধু। এই বন্ধুত্বের ভূমিকা পালন করার মধ্য দিয়েই মা সন্তানকে আদর, স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে বড় করে তোলে। সাহায্য করেন কিভাবে এই স্বার্থপর পৃথিবীতে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হয়। একজন সন্তানের কাছে মায়ের রূপের তুলনা নেই। মা হলেন স্নেহময়ী, আদরিণী, কষ্ট ভোগণী, প্রেরণাদায়িনী, অনুপমা ও মাধুর্যময়ী। তাই বিশ্ব কবি মাকে ঋতুর সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন,"মা হলেন বর্ষা ঋতু। কারণ মা জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, উর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।" সত্যিই মায়ের রূপের যেমন কোনো শেষ নেই, তেমনি তাঁর ভালোবাসার কোনো সীমা নেই।

ঈশ্বর তাঁর মহান ভালোবাসায় অপূর্ব করে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করলেও 'মা' কে তিনি শ্রেষ্ঠতর করে সৃষ্টি করেছেন। মা ছাড়া পৃথিবীর সৌন্দর্য ক্ষীণ। কারণ প্রতিটি সন্তানের কাছে তার মা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী, অতুলনীয় ও অনন্যা। আমাদের জীবনে সবচেয়ে দৃঢ় সম্পর্কের নাম 'মা'। 'মা' যেন সীমার মাঝে অসীম। আমরা যখন মায়ের কাছে থাকি তখন মাকে উপলব্ধি করি না কিন্তু আমরা যখন তার কাছ থেকে দূরে থাকি তখন তার গুরুত্ব হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করি।

জীবন বাস্তবতার জন্য প্রায় সাত বছর ধরে পরিবার থেকে দূরে থাকতে হচ্ছে। দূরে আছি বলেই আজ পরিবারের সদস্যদের সংস্পর্শের মূল্য, বিশেষ করে মায়ের সান্নিধ্য ও ভালোবাসাকে জোরালো ভাবে উপলব্ধি করতে পারছি। এখনও মায়ের ভালোবাসা, স্পর্শ, মায়ের কণ্ঠ, এমনকি মায়ের গন্ধ প্রতিদিন অনুভব করি। যখন অসুস্থ হই তখন হাড়ে হাড়ে মায়ের স্পর্শের গুরুত্ব অনুভব করি। মনে মনে বলি, অসুস্থ শরীরে মায়ের স্পর্শ কত যে আরামদায়ক তা বলাই বাহুল্য। তখন স্মরণ করি **কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'মা' কবিতায় এই চরণটি "হেরিলে মায়ের মুখ, দূরে যায় সব দুখ"।** সত্যিই মা আমাদের জীবনে বেঁচে থাকার দ্বিতীয় অক্সিজেন। অন্যদিকে মা হলেন শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত শিক্ষক, পথ প্রদর্শক আবার কখনো বা প্রকৃত বন্ধু। যদিও আমি গঠনগৃহে গঠন নিচ্ছি তার পরেও আমি জোরালো কণ্ঠে বলতে চাই, আমার 'মা হচ্ছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও গঠনদাত্রী'। পারিবারিক গঠনের মাধ্যমে একজন 'মা' যেভাবে সমন্বিত ব্যক্তিরূপে সন্তানদের গড়ে তোলেন, পৃথিবীর কোনো গঠনদাতা তা পারবে না। পরিপক্কতার এই অগ্রযাত্রায় প্রতিনিয়ত মায়ের শিক্ষা, শাসন ও সোহাগ হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করছি।

প্রতিটি উৎসব, বিশেষ দিবস বা ঘটনার যেমন একটি গুরুত্ব, তাৎপর্য ও বার্তা রয়েছে তেমনিভাবে 'মা' দিবস আমাদেরকে আহ্বান করে আমরা যেন আমাদের জীবনের শিকড়ের দিকে তাকাই। আমাদের মূলশক্তির উৎস সেই "মা"কে যেন আরো যত্ন ও ভালোবাসি। কেননা মা হলেন আমাদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের শুরু এবং শেষ। তাই কবি রবার্ট ব্রাউনিং বলেছেন, "সব ভালোবাসার শুরু এবং শেষ হয় মাতৃত্বে"। জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত একমাত্র মা-ই আমাদের পরম ভালোবাসায় আগলে রাখেন। আমরা সন্তান হিসেবে যেমনই হই না কেন,

মায়ের আদর, স্নেহ ও ভালোবাসা থেকে কখনও বঞ্চিত হই না। মা-ই আমাদের শাশ্বত ও চিরন্তন আশ্রয়। একমাত্র মায়ের ভালোবাসাই পবিত্র ও খাঁটি। প্রতিটি মা তাঁর সন্তানদের দুঃখে-সুখে পরম স্নেহ ও ভালোবাসায় পাশে থাকেন। এই ত্রি-ভুবনে যদি কেউ নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে পারেন, তিনি হলেন 'মা'। শুধু মানব সমাজে নয়, পশু-পাখির মধ্যেও আছে মায়ের ভালোবাসা। সত্যি মায়ের সাথে কারো তুলনা হয় না। তোমার তুলনা তুমিই 'মা'। তাই কবি কাজী কাদের নেওয়াজের ভাষায় বলতে চাই, "মা কথাটি ছোট অতি, কিন্তু জেনো ভাই, ইহার চেয়ে নাম যে মধুর ত্রি-ভুবনে নাই"।

কিছু জিনিস কখনো পুরনো হয় না, তেমনি কিছু মানুষও কখনো পুরনো হয়না। প্রতিদিন নতুন করে ভালোলাগা জন্মায় তাদের প্রতি। মা হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যার প্রতি আমাদের ভালোবাসা কখনো পুরনো হবার নয়। তাকে যতই দেখি ততোই যেন ভালো লাগে। কেননা আমরা যতো দূরে বা কাছে যেখানেই থাকি না কেন, আমরা সবসময় মায়ের হৃদয়ে থাকি। মায়ের আশ্রয়ের বেষ্টনী আমাদের সবসময় ঘিরে রাখে। আব্রাহাম লিংকন বলেছেন, "যার মা আছে সে কখনোই গরীব না।" সত্যি আমাদের যাদের মা রয়েছে আমরা কতই না ভাগ্যবান/ভাগ্যবতী। আমরা কতই না ধনী। অন্যদিকে আমরা যারা জন্মদায়িণী মা হারিয়েছি তাদের রয়েছেন আধ্যাত্মিক মা-কুমারী মারীয়া। আমরা যখন আমাদের স্বর্গীয় মায়ের দিকে তাকাই তখন আমরা আমাদের জীবনে মায়ের ভূমিকা আরো গভীরভাবে বুঝতে পারি। গভর্ধারিণী মা আমাদের নিয়ে যেমন ভীষণভাবে চিন্তা করেন ও স্নেহ, ভালোবাসায় আগলে রাখেন, তেমনি স্বর্গীয় মা-ও আমাদের গভীরভাবে ভালোবাসেন। মা মারীয়া আমাদের জগৎমাতা, বিশ্বজননী ও করুণাময়ী মা। তিনি সকল মায়ের আদর্শ। তিনি আমাদের সুখে-দুঃখে একমাত্র সহায় ও আশ্রয়। 'মে' মাস আমাদেরকে সাহায্য করে মায়ের গুরুত্ব আরো গভীরভাবে বোঝার জন্য। তাই আমরা যেন জন্মদাত্রী মায়ের পাশাপাশি স্বর্গীয় মাকে স্মরণে রাখি। জীবনের সর্বাবস্থায় মায়ের প্রতি আমরা যেন আনুগত্য ও আত্মসমর্পিত থাকি।

আজ বিশ্ব মা দিবসে সকল মাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানাই। মায়ের গুরুত্ব আমরা যেন জীবনে আরো গভীর ভাবে বুঝতে পারি। যারা আমরা আজ মায়ের কাছ থেকে বিভিন্ন কারণে দূরে রয়েছি আমরা মন পরিবর্তন করে মাকে ভালবাসি, তাঁকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকি এবং তাঁর ইচ্ছাকে পূরণ করতে চেষ্টা করি। প্রত্যেক সন্তান যেন তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও মূল শিকড় মাকে যত্ন ও ভালোবাসায় আগলে রাখেন। পৃথিবীর সকল মায়ের কল্যাণ, সুখ এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. প্রতিবেশী, সংখ্যা-১৬, ১৭ ; ২০২২/২৩

২. রবীন্দ্র রচনাবলী॥

স্বর্গারোহণ হল (৭ পৃষ্ঠার পর)

কাছে যাবার পথও আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন স্বর্গারোহণের মধ্যদিয়ে। নিজের স্বাভাবিক **ক্ষমতাবলে** মানুষ কখনো পিতার গৃহে, পরমেশ্বরের জীবন ও আনন্দে প্রবেশ করতে পারে না। একমাত্র **খ্রিস্টই** মানুষের জন্যে সেই প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করতে পারেন, যাতে আমরা, তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আশা করতে পারি যে, আমরাও সেখানে যাব যেখানে তিনি, আমাদের মস্তক এবং উৎস, আমাদের অগ্রগামী হয়েছেন। তিনি আমাদের স্বর্গীয় পিতাকে এবং স্বর্গের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন; তিনি নিজে যেমন সর্বদা স্বর্গীয় পিতার একান্ত বাধ্য ও বিশ্বস্ত থেকেছেন, তেমনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন আমরাও যেন, আমাদের কথায়, কাজে, জীবনাচরণে পিতার বাধ্য এবং সেই একই বিশ্বাসের পথে জীবনযাপন করি। **স্বর্গে**রদ্বার আজ মহাসমারোহে উন্মুক্ত। **খ্রিস্ট** মৃত্যু বিজয়ী, মানুষকে পাপের বন্দিদশা থেকে অবমুক্ত করে স্বর্গের নাগরিক করে তোলেছেন। ঈশ্বর প্রতিনিয়ত আমাদের জন্য ব্যাকুল **হৃদয়ে** প্রত্যাশা করছেন এবং প্রত্যেককে আহ্বান করছেন স্বর্গের নাগরিকত্ব গ্রহণের জন্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. আগষ্টিন, ফা. জি. : আমার ধর্মপুস্তক, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, সাধু যোসেফ প্রেস, ১৯৮০।

২. কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা

৩. খ্রিস্টমণ্ডলীর পিতৃগণের সঙ্গে ঐশবাণী ধ্যান, মহেশ্বরপাশা, খুলনা, ১৯৯৫।

তোমরা আছ, তোমরা থাকবে, আমাদের হৃদয়ের মাঝে।

প্রয়াত জন দাড়িয়া
মৃত্যু : ৩০ জুন, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ
লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লী

মে মাসে বিশ্ব মা দিবস পালিত হয়। যখন সবাই মাকে ভালবাসা জানায় তখন আমরা তোমাকে ভালবাসা জানাতে পারি না! তোমাদের হারানোর এ ব্যথা কাউকে বুঝানো যাবে না। প্রতিনিয়ত আছ তোমরা আমাদের প্রার্থনায় ভালোবাসায় যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তোমরা আমাদের প্রার্থনায় থাকবে।
বিশ্বাস করি তোমরা আমাদের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করো।
প্রিয় পাঠক আমার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী ১৬ মে, বাবার মৃতুবার্ষিকী ৩০ জুন, সকলেই প্রার্থনায় স্মরণ করবেন।
আমরা ভালো আছি আপনারাও ভাল থাকুন।

পরিবারের পক্ষে তোমার সন্তানেরা
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লী

প্রয়াত আঞ্জেলা দাড়িয়া
মৃত্যু : ১৬ মে, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/১০১/২৪

অংশগ্রহণকারী মণ্ডলীতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা

সজল বালা মেলকম

বর্তমান এই তথ্য প্রযুক্তির বিশ্বায়নের যুগে একটি যুগান্তকারী উদ্ভাবন হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। একে অপরের সাথে যোগাযোগের ইন্টারনেট ভিত্তিক মাধ্যমকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বলতে পারি। সামাজিক যোগাযোগ বা সোশ্যাল মিডিয়া হলো ফেইসবুক, ম্যাসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমেইল, ইউটিউব, লিংকডিন, টুইটার, ইন্সটাগ্রাম, ইমো ইত্যাদি যা বর্তমানে যোগাযোগের পাশাপাশি বাণী প্রচারের কাজেও ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সময় যত সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, গণমাধ্যম তত উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে। এই উন্নত মাধ্যমকে আমরা বাণী প্রচার ও প্রসারের কাজে আরও ফলপ্রসূতভাবে ব্যবহার করতে পারি এবং অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারি।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা মিডিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করে, যেখানে মিডিয়া/ গণমাধ্যম সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তথ্য-প্রযুক্তি হচ্ছে মানব জীবনে ঈশ্বরের দেওয়া একটি বিরাট দান। যা ব্যবহার করে আমরা খ্রিস্টকে মানব জাতির সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌছে দিতে পারি। মিডিয়ার নেতিবাচক দিক থেকে নিজেদের দূরে রেখে অন্যের কাছে আমরা দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারি। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার এই নির্দেশনা অনুসারে সর্বজনীন মণ্ডলী পোপের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মিডিয়া ব্যবহারে আরও সচেতন হচ্ছে। একই সাথে মিডিয়ার উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে বাণী প্রচারের কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ মণ্ডলীর উল্লেখযোগ্য গণমাধ্যম হল- রেডিও ভেরিতাস এশিয়া, বাণীদিপ্তী, প্রতিবেশী প্রকাশনী ইত্যাদি।

বর্তমানে আমরা যে **(Synodal Church)** সিনডাল মণ্ডলী বা অংশগ্রহণকারী মণ্ডলীর কথা শুনছি তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। ইতোমধ্যে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ৪-২৯ অক্টোবর মণ্ডলীর 'সিনোডালিটি' বা সহযাত্রিকতা, এই মূলসুর নিয়ে রোমে সিনডের প্রথম ধাপ সম্পন্ন হয়েছে এবং দ্বিতীয় ধাপ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে প্রথমবারের মত সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ (নারী-পুরুষ) বিশপদের সিনডে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। এই অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী গঠনের জন্যই পোপ মহোদয় সকলকে একসাথে পথ চলার আহ্বান জানান। সিনোডাল মণ্ডলী হবে এমন মণ্ডলী যেখানে থাকবে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, ধর্মপল্লী, ধর্মপ্রদেশ যখন একসাথে বা সবাইকে নিয়ে পথ চলে তখন তা হয়ে উঠে সিনোডীয় বা **সহযাত্রীক, অংশগ্রহনকারী মণ্ডলী** । মণ্ডলীতে ঐশজনগণ, নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, শিশু-কিশোর, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধী, পোপ, বিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, ধনী-গরীব সবাই একসাথে সমপথযাত্রী। সবাইকে অন্তর্ভূক্ত করা, সবাইকে সুযোগ দেওয়া, সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী গঠনে, সবাইকে নিয়ে একসাথে পথ চলতে হলে অনেক সময় তা বাহ্যিক বা শারীরিকভাবে সকলের অংশগ্রহণ সম্ভব নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর ব্যবহারের মাধ্যমে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃস্টি করা যেতে পারে। অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী গঠনের জন্য সামাজিক **যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর ভূমিকা তুলে ধরা হল:**

সর্বজনীন মণ্ডলীতে(Universal Church) সকলের অংশগ্রহণ: খ্রিস্টবিশ্বাসীরা (কাথলিক) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাস করছে। সবাই বিশ্বাসে এক থাকলেও শারীরিক ভাবে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যানে সমগ্র পৃথিবী যেন একটি গ্লোবাল ভিলেজের মত যেখানে সকলে দূরে থেকেও পাশাপাশি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম বা সর্বজনীন মণ্ডলীতে অংশগ্রহণ/যুক্ত থাকা সম্ভব হচ্ছে। পুন্যপিতা পোপ, বিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার , সাধারণ খ্রিস্টভক্ত সকলেই দূরে থেকেও ভার্চূয়ালী কাছাকাছি, পাশাপাশি।

মণ্ডলীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে : অনেক খ্রিস্টভক্ত ধর্মপল্লী বা মণ্ডলী থেকে ভৌগলিক কারন, অসুস্থতা বা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারনে অনেক দূরে থাকেন। ইচ্ছা থাকলেও বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশ নিতে পারেন না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যানে এখন ঘরে বসেই এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারছেন। যেমন: বিভিন্ন অভিষেক অনুষ্ঠান, আন্তর্জাতিক/জাতীয় যুব দিবস, রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী অনলাইনে সম্প্রচারের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে, সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করছে। করোনা ভাইরাসের কারণে যখন সমগ্র পৃথিবী থমকে গিয়েছিল তখনও বাণীপ্রচার করা সম্ভব হয়েছে **সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ফলে**। বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে যাজকগণ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেছেন এবং খ্রিস্টভক্তগণ তাদের বাসায় থেকে অনলাইনের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেছেন। এর মাধ্যমে খ্রিস্টভক্তগণ মণ্ডলীর সাথে সংযুক্ত ছিল।

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা: বর্তমানে মণ্ডলীর বিভিন্ন কার্যক্রম, ঘোষণা, মূল্যায়ন মাণ্ডলিক বিভিন্ন গ্রুপে এবং পেইজে শেয়ার করা হয় যা সকল খ্রিস্টভক্তের কাছেই পৌছায়। অনেক সময় চার্চের গন্যমান্য ব্যক্তির ভয়ে অনেকেই মিটিং, সেমিনারে কথা বলেন না, কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকেই তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারেন। যারা চার্চে একটু কম আসেন তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম, ঘোষনা সম্পর্কে জানতে পারেন এবং আপডেট থাকতে পারেন। এভাবেও সকলে মণ্ডলীতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

অনলাইন পেইজ, ওয়েবসাইট : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্যে ফেইসবুক অধিক জনপ্রিয় একটি যোগাযোগ মাধ্যম। ফেইসবুকে লেখা-লেখির পাশাপাশি ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর ছবি/ভিডিও, গান আপলোড করলে সকলেই তা দেখবে এবং দেখে শিখবে। বর্তমানে ফেইসবুকে বিভিন্ন গ্রুপ রয়েছে যেখানে ধর্ম বিষয়ে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা করা হয়, প্রশ্ন করা হয় যার মাধ্যমে খুব সহজেই বাণী প্রচার হচ্ছে। যেমন: এখন অনলাইনে প্রতিবেশী আপলোড করা হয়। যে কোন স্থান থেকে সহজেই প্রতিবশী পড়া যায় এবং মণ্ডলীর খবরাখবর জানা যায়। ফেইসবুক পেইজে দৈনিক পাঠগুলো ভিডিও আকারে প্রকাশ করা হয়। ইউটিউবে গান আপলোড দেওয়া হচ্ছে, সহজেই মানুষ এই গানগুলো শুনতে পারছে এবং শিখতে পারছে। এই ভাবেই আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের পালকীয় কাজকে আরও তরান্বিত করতে পারি। মণ্ডলীতে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারি।

বিভিন্ন মাণ্ডলিক পালকীয় পত্র প্রকাশে : পোপ মহোদয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পালকীয়

পত্র প্রকাশ করে থাকেন যেমন করোনাকালীন সময়েও তিনি **ফ্রাতেল্লী তুত্তী, প্যাট্রিস কর্দে,** পত্র প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে **(Synodal Church)** নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে মণ্ডলী থেকে বিভিন্ন পত্র প্রকাশ করা হয় এগুলো খুব দ্রুত সময়ের মধ্যেই মানুষের হাতে পৌঁছে দেয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। এভাবে পোপের সাথে তথা বিশ্বমণ্ডলীর সাথে সংযুক্ত থাকতে পারি।

ভিডিও কনফারেন্সে শিক্ষা প্রদানে: বর্তমানে খুব সহজেই ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাণ্ডলিক বিভিন্ন মিটিং, সভা, সেমিনার পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে মিডিয়ার দ্বারা এবং অত্যন্ত দূর-দূরান্তের মানুষও অনলাইনের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারছে। বিভিন্ন দেশের মানুষ সহজেই যুক্ত হতে পারছে।

যাজক এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে: বর্তমানে মিডিয়া যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে। যাজকগণ প্যারিসে থেকে বা অনেক দূরে থেকেই গ্রামের জনগণের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। কোন জরুরী সংবাদ থাকলে তিনি তা দ্রুত জনগণকে অবহিত করতে পারেন। অনেক সময় খ্রিস্টভক্তগন যাজকের সাথে তার অফিসে বসে কথা বলার সুযোগ পান না, তাই **সামাজিক যোগাযোগ** মাধ্যমের সাহায্যে তারা দূর থেকেই এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

মাণ্ডলিক পালকীয় সেবাযত্নের প্রসারে : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ফলে সেবার পরিধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন- একজন ব্যক্তি বা ঢাকায় থাকেন সেখানে তার নিজস্ব ধর্মপল্লী থেকে কোন ডকুমেন্টস প্রয়োজন। তিনি চাইলে তার ধর্মপল্লীর ফাদারের কাছে ইমেইল বা অন্যকোন মাধ্যমে তা আদান প্রদান করতে পারেন। এভাবে বিভিন্ন ডকুমেন্টস, ফাইল ও তথ্য আদান-প্রদান করার মাধ্যমে সবাই অংশগ্রহণকারী মণ্ডলীর সেবা পাচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো যেমন বাণী প্রচার এবং অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী গঠনে ভূমিকা রাখছে আবার এর অপব্যবহারের ফলে অনেক সময় এর নেতিবাচক ফলাফলও পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই এসব মাধ্যমগুলো ব্যবহারে আমাদের যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে যাতে কোন আপত্তিকর, বিভ্রান্তিমূলক, অনৈতিক, ভুল বাখ্যা ও উস্কানিমূলক অপপ্রচার আমাদের মধ্যে কোন নেতিবাচক মনোভাবের সৃস্টি করতে না পারে। কারন বিভিন্ন গ্রুপে, পেইজে অনেক সময় বিভ্রান্তিকর মতামত দেওয়া হয় যা আমাদের বিশ্বাসের পরিপন্থি হতে পারে। তাই এসব বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে।

অংশগ্রহণকারী মণ্ডলীর জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখছে। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থাকলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর সাহায্যে সকলের প্রত্যক্ষ বা শারীরিক অংশগ্রহণ সম্ভব না হলেও পরোক্ষভাবে মণ্ডলীর সাথে সকল মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী গঠনের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

- প্রতিবেশী, সংখ্যা ১৫, ৫-১১, মে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
- অ্যাসাইনমেন্ট-১ম বর্ষ, বনানী সেমিনারী, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

অনন্যা মা

সিস্টার মেরী ফাল্গুনী, এসএমআরএ

মা, তোমার মত অন্য কারো হয় না কোন তুলনা,
তুমি আমার সুখের আবাস তুমি যে অনন্যা ।
দশ মাস দশদিন গর্ভে লালন করে জন্ম দিয়েছ আমায়,
সেদিন থেকেই পেয়েছি তোমার যত্ন, রেখেছ আগলে
তোমার ভালবাসায়।
কোনদিন বুঝতে দাওনি আমায় কোন অভাব অনটন,
হাজার দুঃখ কষ্টের মাঝেও বলেছ আমায়,
'আমার মানিক ধন'।
সংসারে হাজার ব্যস্ততায় অনেক কাজের চাপে,
ক্লান্ত ছিল তোমার শরীর মন, তবুও ম্লান হতে দাওনি আমার
মুখের হাসি।
কত জ্বালিয়েছি, কত কষ্ট দিয়েছি -
তবুও নীরবে সয়েছ তুমি,
তোমার ভালবাসার ঋণ কোনদিন শোধ করতে
পারবো না আমি।
তোমার দু-হাত যেন দূর্গার মত,
দুই হাত দিয়ে কাজ করেছ কতশত।
সকলের চাহিদা তুমি মিটিয়েছ
বিনিময়ে মা তুমি কি পেয়েছ?
কেউ কি তোমায় কোনদিন বলেছিল,
"কেমন আছ তুমি?"
মা তুমি এসব কিছুই পাওনি,
নীরবে নিভৃতে সবই সহ্য করেছ,
তবুও মনের কথা কাউকে বলনি।
তাইতো তুমি আমার কাছে
চির মহিয়ষী মা, তুমিই অনন্যা মা।

মা

এলিজাবেথ হেম্ব্রম

মা আমার অনেক দামি,
সবচেয়ে সেরা মাগো তুমি।
মা আমার কষ্ট বোঝে
মা শুধু আমায় খোঁজে।
মা তুমি পাশে থাকলে,
কাঁদে না মন, শুধুই হাসে।
মা আমার হাসি মুখে,
যেন সারাজীবন বেঁচে থাকে।
মা আমায় ভালোবাসে,
আমার খারাপ চায় না সে।
মা তুমি চাঁদের আলো,
বাসো আমায় অনেক ভালো।
মাগো তোমায় ভালোবাসি,
সারাজীবন ফুটাবো তোমার মুখে হাসি।

মা

বাতিস্তুতা এনসন হেমব্রম

মা আমাদের সবার প্রিয়
কোথায় আছে তুলনা তার
আদর দিয়ে সোহাগ দিয়ে
মিষ্টি হাসি দেয় বিলিয়ে।
ছোট্র শিশু হাঁটলে পরে
মায়ের খুশি উপচে পড়ে
কোথায় পাবে মায়ের হাতের
ভালোবাসার ছোয়া
জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে
চাই যে মায়ের দোয়া
সুখে দুখে মা জননীর
নেই যে তুলনা
তোমার মত আপন মাগো
কভু মিলে না
যেখানেই যাই ফিরে শুধু
মায়ের কাছেই আসি
সুখ তখনই যখন দেখি
মায়ের মুখে হাসি
মায়ের কোন নেই তুলনা
মায়ের কথা কেউ ভুলো না।

স্বপ্ন যাবে বাড়ী আমার

মালা রিবেরু

স্বপ্ন যাবে বাড়ী আমার গানটার প্রতি রুমার অদ্ভুত একটা টান আছে। শিল্পী মিলন মাহমুদ এর কণ্ঠে গানটা শুনলে বাড়ীর প্রতি এক অজানা আবেগে চোখের পানিতে মিশে একাকার হয়ে যায়। রুমার বাড়ীর প্রতি এই আবেগটা সবসময় কাজ করে। তার কাছে মনে হয় দেশ বিদেশে তো অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি হয়েছে, কিন্তু তার কোন অজপাড়া গায়ে যার জন্য এত ব্যাকুলতা, ছুটে যাওয়ার গোপন আর্তনাদ।

রুমা যখন উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যায়, তখন বাড়ীর কথা যখন মনে পড়তো সন্ধ্যার সময় ডরমেটরি থেকে কাছেই পার্কে চলে এসে এককোনায় বসে মোবাইলে ডাউনলোড করা স্বপ্ন যাবে বাড়ী আমার গানটা শুনতো আর জোরে জোরে কান্না করে মনটা হাল্কা করে চলে আসতো।

আমাদের জন্ম কারো হতে পারে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত অথবা নিম্নবিত্ত পরিবারে, কিন্তু মা-বাবার ভালোবাসা, ভাইবোনের ভালোবাসা, আত্মীয়স্বজনদের ভালোবাসা অন্যান্য বন্ধু বান্ধবদের, কখনো বিত্তের ভিত্তিতে হয়না। তাই আমরা দেখতে পাই কোন ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে বাসে, ট্রেনে, লঞ্চে অথবা বিদেশ থেকে চলে আসে শুধু প্রিয় মানুষগুলোর সাহচর্য পেতে।

এত আকুলতা জন্মভিটাতে যাওয়ার জন্য মায়ের মুখটা দেখার জন্য হয়তো মনকে তাড়া করে। মা একটা পবিত্র, শান্তির ডাক মনে হয় মায়ের কাছে গেলে মাকে জড়িয়ে ধরলে মনের ভিতরে লুকায়িত সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। রুমার এখন মনে পড়লে হাসি পায় যে, সে কখনো মাকে দিনে ঘুমাতে দেখেনি, সকাল পাঁচটায় উঠে কৃষক পরিবারের বউ হওয়াতে সংসারের সব কাজ করে দুপুরের খাওয়ার পরে সেলাই নিয়ে বসতো, অথবা গল্প বই পড়তো, কখনো গল্প করে সময় নষ্ট করতো না। রুমার মা-বাবার গল্প পড়ার নেশা থেকে ছোটবেলা থেকেই বই পড়ার নেশা হয়ে গেছে যা এখনো বিদ্যমান। মায়ের প্রতিদিনের এই রুটিন রুমার মুখস্ত ছিলো। কিন্তু মা যদি রুটিনের বহির্ভূত হয়ে বৃষ্টির দিনে কাজ কম থাকায় বিছানায় একটু ঘুমিয়ে পড়তো তখন রুমার মাথা নষ্ট হয়ে যেতো। মনে করতো মা বুঝি এখনই মারা যাবে, তাই জোর করে মায়ের চোখের পাতা খুলে বলতো, মা ওঠো, কারণ রুমার মনে হতো মা ঘুমালে যদি আর না ওঠে, যদি মারা যায়।

বাবা চাকুরির কারনে বাড়ীর বাইরে থাকায় রুমার পড়াশুনা, দেখাশুনা মায়ের উপরই দায়িত্ব ছিলো। মা প্রায়সময় সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকায় বলতো জোরে জোরে পড়, আমি রান্না ঘর থেকে শুনবো, মা সত্যিই রান্নার কাজ করতো আর কোন ভুল পেলে সেখান থেকেই সংশোধন করতো।

রুমা আজ যতটুকু লেখালেখি করে বা জার্নালিস্ট হওয়ার বাসনাটা কিন্তু তার মার কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে এসেছে। বড়দিনের সময় বিভিন্ন এলাকা থেকে ম্যাগাজিন বের করে। রুমার মামাবাড়ী এলাকা থেকে একটা ম্যাগাজিন বের হতো। মা সে ম্যাগাজিনে রুমার নাম করে একটা কৌতুক পাঠায় আর তা প্রকাশিত হয়। রুমা এরপর স্কুলে গেলে সবাই বলতে লাগলো ম্যাগাজিনে তোমার কৌতুক পড়েছি, তুমি এতছোট মানুষ লিখতে পারো। বাড়ীতে এসে মাকে জিজ্ঞেস করলে মা বলে "আমি তোমার নাম দিয়ে পাঠিয়েছি, আমার সুপ্ত বাসনা আমি চাই তোমার মাধ্যমে প্রকাশিত হউক। মা, তুই একটু একটু লিখতে চেষ্টা করে যা"।

মায়ের ঋণ শোধ করার ক্ষমতা কোন সন্তানেরই নেই, রুমার জীবনে মায়ের ঋণ শোধ করার ক্ষমতা আরো নেই। রুমারা তিনবোন ছোট থাকায়, বাবা পরিবারের একমাএ উপার্জনশীল ব্যক্তি হওয়ায় মায়ের অনেক চাওয়া পূরণ করতে পারে নাই, কিন্তু সন্তানদের শিক্ষার জন্য কোন অভাব রাখেনি। দেখা গেছে মা ছেঁড়া শাড়ী পরে আছে কিন্তু রুমাদের স্কুলের যাবতীয় খরচ জোগার করে গেছে।

রুমার উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার অনেক ইচ্ছা থাকা সত্বেও, এসএসসিতে ভালো রেজাল্ট করার পরেও ঢাকা শহরে কলেজে পড়তো কারণ ঢাকা শহরে থাকার জায়গার অভাব পারেনি। কিন্তু মায়ের চেষ্টায় সে নার্সিং পেশায় সর্বোচ্চ ডিগ্রীটাই নিয়েছে। হোস্টেলে ওঠার যাবতীয় সামগ্রীর তার কাকা মানে রুমার দাদু কিনে দিয়েছিলো।

রুমার কাছে ঈশ্বরের পরেই তার বাবা-মা। রুমা তার মায়ের প্রতিটি সংগ্রাম ও সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত করার অদম্য সাহস দেখেছে। মা তার কাছে পরম পূজনীয়। রুমা চাকরিতে প্রবেশ করার পরে তাঁর মায়ের অপূর্ণ চাওয়াগুলো মিটাতে চেষ্টা করে। কেউ যদি মাকে কিছু বলে মা তা সহ্য করতে পারে না। মনে আছে গ্রামে যখন প্রথম ফ্রিজ আসে রুমার মা মাংস রেখে দিয়েছিলো যে রুমা গেলে রান্না করবে, কিন্তু সেই পাশের বাড়ীর বৌদি একদিন পরে মাংস আনার জন্য খুব খারাপ ব্যবহার করে। রুমা পরের দিন মায়ের জন্য ফ্রিজ নিয়ে আসে যেন কারো কথা শুনতে না হয়।

কিন্তু বর্তমান আমরা দেখতে পাই সন্তানদের বাবা-মার প্রতি অবহেলা, বৃদ্ধ বয়সে তাদের খোঁজখবর নেয় না, যা খুবই বেদনাদায়ক। আমরা ভুলে যাই যে তাদের আদর ভালোবাসায়, আত্মত্যাগ আমাদেরকে এতদূর নিয়ে আসতে চেষ্টা করেছে, যখন নিজের সন্তান হয় তখন উপলব্ধি করা যায় মা তার জন্য কত কষ্ট করেছে। মা-বাবার আশীর্বাদ সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই আমরা যদি মা-বাবাকে ভালোবাসি, যত্ন করি, তাহলে বৃদ্ধ বয়সে আমাদেরও ভালোবাসা, যত্নের অভাব হবে না॥

রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী, ডাকঘর ঃ রাঙ্গামাটিয়া, উপজেলাঃ কালীগঞ্জ, জেলাঃ গাজীপুর।
স্থাপিত ঃ ১ জানুয়ারী, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ, রেজিঃ নং-৩২৭/১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ
মোবাইলঃ ০১৭১৪৩১৪৪১৪/০১৭৩৯৪৯২১১৮, E-Mail: rcccu.ltd@gmail.com

জমি বিক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
সমিতির জয়রামবের গ্রামের অফিস ভবনসহ জমি বিক্রয়

সমবায়ী প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন ।
এতদ্বারা "রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ" এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২২/০৩/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ৯ম মাসিক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জয়রামবের গ্রামে সমিতির অফিস ভবনসহ জমি বিক্রয় করা হবে।

সম্পত্তির তফসিলঃ

জেলা	ঃ গাজীপুর	মৌজা ঃ চুয়ারিয়াখোলা
থানা/উপজেলা	ঃ কালীগঞ্জ	জে এল নম্বরঃ সি এস, এস এ ও আর এস ২৫।
	খতিয়ান নং	ঃ এস এ ৬৩৪, আর এস ২৯৬।

দাগ নং- সি এস ও এস এ ৩২৮, আর এস ৪২৫ নং দাগে আমন জমি ৪০ শতাংশ ইহার কাছে ৭ শতাংশ জমি।
জমিতে নির্মিত অফিস ভবনসহ জমির বিক্রয়মূল্য ও অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য জানতে এবং ক্রয় করতে ইচ্ছুক হলে আগ্রহী ক্রেতাদের সমিতির অফিসে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,
হিল্টন রোজারিও
সেক্রেটারী, আরসিসিসিইউলিঃ

বিজ্ঞ/১০২/২৪

আমার মা

ঝর্ণা গমেজ

বৈচিত্রময় জীবজগতে ভরপুর এই পৃথিবীতে এক অনবদ্য সৃষ্টি একজন নারী, আমার মা। সৃষ্টির এই পাদপীঠে কি করে যে এই নারীর আবির্ভাব হয়েছে আমি ভেবে পাই না। শুধু আমি নই আমাদের পরিবারের সবাই এটা নিয়ে মাঝে মাঝে গবেষণায় বসে যাই। আমাদের চিন্তায় এর কোন কিনারা করতে পারি না।

আমাদের মা-কে আমরা একজন মহিয়সী নারী বলবো না একজন সাধারণ গৃহিনী বলে আখ্যায়িত করবো আমরা বুঝতে পারি না । মাঝে মাঝে মনে হয় তার মত বুদ্ধিমতী কেউ নেই। আবার ক্ষণেই মনে হয়, এত বোকা কেউ কি হয়।

ঢাকার অধীনস্ত তৎকালীন তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে দড়িপাড়া নামক গ্রামে তার জন্ম। দুই ভাই বোনের মধ্যে সে হলো চতুর্থ। বড় একটি একান্নবর্তী পরিবারে জন্ম নেওয়া এই ছোট মেয়েটির বেড়ে ওঠা খুবই আনন্দপূর্ণ ও বৈচিত্রময় ছিল। বাড়ির দুই পাশ দিয়ে গিয়েছিল একটি খাল। আর একপাশে ছিল রেললাইন। রেল লাইনের ওপারে বিশাল প্রান্তর, চাষাবাদের বিস্তীর্ণ জমি। এই খাল দিয়ে সে যেতে দেখেছে বড় বড় নৌকা, যেগুলিত ঠাসা থাকতো বিভিন্ন ধরনের পণ্য। এই পণ্য বিভিন্ন বড় বড় হাটে-বাজারে বিক্রির জন্য ব্যবসায়ীরা নিয়ে যেতো। এই ছোট মেয়েটি বাড়ীর অন্য ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোনদের সাথে বড় হয়েছে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে।

ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়ে কাকার তত্ত্বাবধানে তার পড়াশুনা হয়েছে। তৎকালীন গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থায় অন্য পাঁচটি মেয়েদের মতই তাকে শাড়ী পড়ে স্কুলে যেতে হয়েছে। ১০/১১ বৎসর থেকে। দল বেঁধে বান্ধবীদের সাথে পায়ে হেঁটে ১.৫-২ মাইল দূরে অবস্থিত তুমিলিয়া স্কুলে গিয়েছে। মায়ের পড়াশুনা বেশীদূর নয়। পঞ্চম শ্রেণী পড়তে পড়তে তার বিয়ে হয়ে যায় মাত্র ১১ বৎসর বয়সে। তার পাত্রটি ছিল তার চেয়ে মাএ ছয় বছরের বড় এক বাউন্ডুলে ছেলে, যে কিনা আবার তার পরিবারে ৭ ভাই ৩ বোনের মধ্যে ২য় সন্তান। ভাবা যায়! তার কাকী মা, বড় বৌদি, মেঝো বৌদি, ঠাকুর মা আর তার মায়ের কাছ থেকে অল্প বিস্তর কিছু ধারণা নিয়ে মায়ের সংসার ধর্ম পালন শুরু হয়। যেখানে সে তার কোন খেলার সাথীকে পায়নি, যদিও মনে প্রাণে সে তাদেরই খুঁজে ফিরেছে সর্বক্ষণ। তার প্রিয় খেলার সাথী ছিল আমাদের কমলা মাসী ও স্নেহ মাসী। খেলার বাসনাকে ফেলে তাকে ধরতে বলা হয়েছে এক বড় পরিবারের গৃহস্থালীর হাল।

বর্তমান সময়ের সাথে তুলনা করলে সে সময়টা ছিল অভাবনীয় এক সামজিক অবস্থা। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এখন খুব কম এত অল্প বয়সে ছেলে মেয়েরা সংসারী হয়। যারা হয় তারা বিভিন্ন ঘটনার শিকারের বশবর্তী হতে হয়। গ্রাম্য এই ছোট মেয়ে যখন বউ হয়ে আসে আমাদের ঠাকুরদার পরিবারে তখন ছিল তাদের বেশ স্বচ্ছল অবস্থা। ফসলের কোন কমতি ছিল না। বাড়ী ভর্তি ছেলে মেয়েদের সংসারে মা তখন হাবুডুবু খাচ্ছে। এর ভিতর দিয়েই মা তার কাছের মানুষকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছে। সেই বাউন্ডুলে স্বামীকে সে ভালবেসে ফেলেছে। এত লোকের ভিড়ে এই দু'টি প্রাণী যেন আলাদা এক স্বপ্ন দেখা শুরু করে। বাবাকে ছাড়া মা হাঁপিয়ে উঠতো। তাই মায়ের বাড়ীতে নাইওর এসে মা পালিয়ে বাবার কাছে (ঢাকায়) চলে আসে। (অনেকটা সিনেমায় দেখা নায়িকাদের মত।) হাতে পয়সা নেই, চেনা নেই, জানা নেই। একা ট্রেনে চেপে ঢাকায় এসে বাবার ঠিকানায় উঠে আসে আমার মা। এই মা যার বয়স এখন আশির কোঠায়। ভালবাসা এবং মনের টান যে কত অসাধ্য সাধন করতে পারে তার উদাহরণ এই মহিলা। অসম্ভব সুন্দরী এই মহিলা তার নিজস্ব পদ্ধতিতে বাবাকে আটকে ফেলে সংসারের মায়াজালে, গড়ে তোলে তার একটি নিজস্ব পারিবারিক বলয়। যেখানে আমাদের মত চার চারটি সন্তানের জন্ম হয়; সৃষ্টি হয় তার এক অনন্য অধ্যায়। আমরা দেখেছি মাকে সংসারের যাবতীয় কাজ এক হাতে করতে। আমাদের জন্য খাবার তৈরী করা, ঘর দুয়ার গুছানো, লেখাপড়ার সরঞ্জাম গুছিয়ে দেয়া অর্থাৎ গৃহস্থালীর সব কাজ এক হাতে করতে। আমাদের পরিবার চলতো নিতান্ত স্বল্প আয়ে। আমাদের বাবা বড্ড বেশী মিতব্যয়ী স্বভাবের। একে কিপটে বলা যায় কিনা জানি না। আমাদের যা কিছু একান্ত যা না হলেই নয়, সেটুকু বাবা ব্যয় করতো। মা সেই সামান্য উপাদানে আমাদের লালন পালন করার চেষ্টা করতো। মাঝে মাঝে তাকে প্রতিবাদ করতে দেখতাম, কিন্তু সেটা এতই ক্ষীণ যে সেটা কার্যকারী হতে দেখিনি। ফলে এক সময়ে দেখেছি নির্বিকার ভাবে অতি সামান্যতম পয়সায় মাকে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতে।

এখানে বলতে দ্বিধা নেই যে আমাদের প্রতিপালনে আমাদের মা-বাবা দু'জনেই আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তাদের সাধ্যমত। স্কুলের সীমিত পড়াশুনা করা জ্ঞান নিয়ে তৎকালীন সমাজে আমাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য তারা যে যুদ্ধ করেছে তার ফল আমরা এখন ভোগ করছি। তাদের পড়াশুনার পরিধি যদি আরেকটু বড় হতো, তাহলে এখন এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে যে ক্ষোভ তাদের জন্য রয়েছে সেটুকু হয়তো বা থাকতে না। এই বিষয়টাকে আমরা আমাদের ভাগ্য বলবো না পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্ট ফল বলবো জানি না। আমরা চার ভাইবোন। আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থান যেখানে সেই পর্যন্ত আসতে আমাদের থেকে ছেলে মেয়েদের রক্ষা করার সমস্ত শিক্ষা মা আমাদের দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আমরা আজ আমাদের মায়ের জন্য অনুভব করি মনের মধ্যে এক প্রশান্তি। মাঝে মাঝে ক্ষোভ হয় যে, এরকম মনের এক নারী যদি যথা সময়ে একটু সুযোগ পেতো তাহলে হয়তো আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার আরো উন্নতি হতো। পরক্ষণেই আবার ভাবি এখন আমাদের মধ্যে মানসিক চিন্তার যে বিকাশ হয়েছে সেটা হয়তো হতো না, যা মানুষ হিসেবে সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকার জন্য একান্ত অপরিহার্য। আমাদের মায়ের নাম মেরী ম্যাগডেলিনা রোজারিও। বিয়ের পর গমেজ উপাধি হয়েছে।

একজন মায়ের জীবন সংগ্রাম

ডেভিড কোড়াইয়া

প্রতিটা পরিবারের ছেলে এবং মেয়ে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। মা ডাক দিয়ে কথা বললে মনে হয় পৃথিবী একদিকে আর মা হল আরেকদিকে। বিশেষ করে যারা মা হয়েছেন তারাই বুঝবে সন্তান তাদের কাছে কত প্রিয়। সেই মায়েরই জীবন গাঁথা, বাস্তব ইতিহাস আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধের সময় বাবাকে হারিয়েছি। পাক-হানাদার বাহিনীরা বাবাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। বাবা তখন সিলেট শ্রীমঙ্গল চা বাগানের সরদার ছিলেন। ৩ দিন পর জানতে পারি এক ব্রীজের উপর থেকে বাবাকে গুলি করে নদীতে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু বাবার লাশ খুঁজে পাওয়া যায় নাই। আমরা বাবাকে দাফন করাতে পারি নাই। সেই সময় শ্রীমঙ্গল গির্জায় থাকতেন শ্রদ্ধেয় ফাদার লেহাণী। তার সহায়তায় পুনরায় আবার আমাদের ১০ ভাই-বোনকে আমার মা মার্তিস কোড়াইয়া পাবনা জেলার মথুরাপুর মিশনের খরবাড়ীয়া গ্রামে নিয়ে আসেন। সেটা ছিল আমাদের বাড়ি।

এরপর শুরু হল আমাদের মায়ের জীবনের যুদ্ধ। যেহেতু বাবা নাই। মা ছিল একমাত্র উপার্জন ক্ষমতার উৎস। ১০ টি ভাই- বোনের মুখে আহার যোগাতে মাকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে মা বিধবা হয়েছে। তার মনের ভিতরে ছিল অনেক কষ্ট। আমার ছোট ভাইকে ৬ মাসের কোলে রেখে যেতো কাজে এত কিছুর পরেও মা কখনও হাল ছেড়ে দেয়নি। সেই সময় মথুরাপুর মিশনে নতুন গির্জা তৈরী হতে লাগলো। একটানা ২ বছর সেই গির্জায় আমার মা কাজ করেছে। একদিন এক ব্রীজে কাজ করার সময় উপর থেকে পড়ে যায়। ঈশ্বরের অসীম কৃপায় মা বেঁচে যান।

যাইহোক, এসব হল মার সংগ্রামের অতীত কথা। তবে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত এই তিনটি ধাপ নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে। মা কিন্তু তার দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন প্রশ্ন হল আমরা ১০ ভাই-বোন মার প্রতি কতটুকু দায়িত্ব পালন করেছি? দীর্ঘ ১০ বছর মা বিছানায় পড়েছিল আমাদের কাউকে চিনতে পারতো না। এমনকি বিছানায় পায়খানা প্রসাব করেছে। বাইবেলের কথা অনুসারে বলতে হয় যেমন কর্ম তেমন ফল, যাহা বুনিবে তাহা কাটিবে। কাউকে ছোট করে দেখবো না যে ভাই বোন যতটুকু মার জন্যে করেছে সে ততটুকুই ফল পাবে। মা তাকে ততটুকুই আশীর্বাদ দিবেন। মৃত্যুর আগে মা আমাদের ১০ ভাই-বোনের মিল দেখে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু তা পারেননি। এটা ছিল আমাদের ব্যর্থতা।

জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা মরনে তারে কেন দিতে এলে ফুল। কিছু কিছু পরিবারে দেখা যায় বাবা-মা বেঁচে থাকা অবস্থায় তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করি কিন্তু তারা যখন মারা যায় তখন কবরে ফুল দিয়ে টাকা-পয়সা খরচ করি অনেক কিছু করি। কিন্তু বেঁচে থাকতে মূল্যায়ন করিনা। যেমন সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য চিকিৎসা করা, ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করা, গোসল করা, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখা, ভালো ব্যবহার করা ইত্যাদি।

পরিশেষে, আমি বলতে চাই যে, যে মা নিজেকে সারাজীবন বিসর্জন দিয়ে আমাদের ১০ টি ভাই-বোনকে আগলে রেখে বুকের দুধ খাইয়ে বড় করেছেন। যে মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে আমাদেরকে আহার যুগিয়েছেন। সেই মাকে জানাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্যালুট। মা তুমি পরপারে ভালো থেকো। আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর যেনো তোমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারি॥

মা ডাক

ড. অগাস্টিন ক্রুজ

এক বিন্দু জীবন বীজ
মায়ের গর্ভাধারে
আমার জীবন সূত্রপাতে
আমার অস্তিত্ব উদ্ভব লগ্নে
এই উৎসব আয়োজন বিহীনে
আমার মুখে প্রথম মা ডাকার
সময় হয়নি তখনো
মায়ের প্রথম বেদনায় রক্তাক্ত দেহে
যেদিন আমার মর্ত্যলোকে আগমন ঘটেছে
সেদিনও সময় হয়ে ওঠেনি
মা উচ্চারণ আমার মুখে
হামাগুড়ি দিয়ে চলতে চলতে
পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে
জানিনা কোন শুভ লগ্নে আচমকা
জানিনা কোন দীক্ষাগুরুর দীক্ষায়
মহা সঙ্গীতময় ছন্দায়িত উচ্চারণ ঘটেছে আমার মুখে
জানিনা কোন দীক্ষাগুরু বিনে এমনিতেই ঘটেছে
আমার মুখে মা উচ্চারণ
মায়ের কোলে দোলায়ে দোলায়ে
ঘুম পাড়ানির গান গেয়ে
যখনি মা আমার দেবদূত মুখমণ্ডল দৃশ্যে
এক নজরে তাকিয়ে
তখন যে আমি শুধুই মায়ের সন্তান
মায়ের দেহাংশে অভিন্নে
মা উচ্চারণ ঘটেছে আমার কান্নার মর্মার্থে
মা তখন স্তনের বোটা মুখে ভরেছে আমার
মায়ের বুক লেপ্টে ধরে স্তন চুষেছি
মা ডেকেছি তখনি, যখনি দৌড় ঝাঁপ দীক্ষা লয়েছি
যখন তখন মুখ ভরে মা ডাকে বলেছি
মা ক্ষুধা পেয়েছে
যখনি বর্ণপরিচয়ে ধারাপাত বিধিলিপি আদর্শলিপি
সাধনায় রত
মা ডাক কারণে অকারণে যথারীতি
একক আশ্রয় সম্বল অনুভবে
শুধু যৌবনে উত্থানে পতনে জয় পরাজয় রণলীলা
রোমাঞ্চে বিরহ মিলন নাট্যমঞ্চে
মুখ ভরে মা ডাকার দুর্ভিক্ষ ঘটেছে
মা আমার তত্ত্বকাহিনি গুরু
মা আমার আদর্শ লিপি
মা আমার জীবন নিয়ন্ত্রণ বিধান স্তম্ভ
মা আমার স্বর্গদ্বার বিধাতার স্থান দখলে
এতসবের ভাবনার থাকেনি অবসর
মা আমার, শেষ নিঃশ্বাস মুহূর্তক্ষণে
আমার চোখে চোখ রেখে
বলেছে যেন সুখে থাক দেখা হবে খোকা
আমার দু'চোখে গড়িয়ে পড়া শোকাশ্রু
মায়ের হাতে মুছে দিয়ে গেলো যেন
হাজার বার মা ডাকার রাখেনি অবসর
আজি বেলা শেষে, বাক্‌রুদ্ধ একাকিত্বে
নির্জন সাধনায়
প্রাতে দুপুরে সাঁঝে নিশীথে তারকাপুঞ্জে
অসীম নিসীম মহাবলয় মহা আরাধনালয় অনুভবে
বিধাতার চরণে আত্মসমর্পণে
আমিত্বের সমাধিদানে শিশুত্ববরণে
পরধামে মায়ের দেখা পাব ভরসায় দিনগুনি
মা বিনে সে স্বর্গ বিষাদময় যে।

বৃদ্ধাশ্রম

প্রদীপ মার্সেল রোজারিও

বিকালের নাস্তা-পর্ব সেরে মা'র রুমে এলাম। মা প্রার্থনা করছিলো। আমাকে দেখে ইশারায় বসতে বললো। বেশ প্রস্তুতি নিয়েই এসেছি। কিন্তু মনের ভেতরের ভয় এবং অপরাধবোধের কারণে দীর্ঘ সময় নিয়ে সাজানো কথাগুলো কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ভাবছি, মাকে কথাগুলো ঠিক মতো বলতে পারবো তো? নাকি আরও ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে অন্যদিন বলবো। মায়ের ডাকে ভাবনায় ছেদ পড়লো।

কিছু বলবে আমাকে? আমার দিকে সরাসরি তাকিয়ে মা বলল।

হ্যাঁ মা, তোমার সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা ছিলো। অনেক দিন যাবৎ ভাবছি, তোমাকে কথাগুলো বলবো। কিন্তু বলতে পারছিলাম না। কারণ কথাগুলো ভীষণ রকমের অপ্রিয়। আর অপ্রিয় কোন কথা মা'র সামনে উপস্থাপন করা একজন ছেলের জন্য যে কতটা কষ্টের তা আমি ভীষণভাবে উপলব্ধি করছি। কিন্তু আমি নিরূপায়। আমাকে এ অপ্রিয় কথাগুলো বলতেই হচ্ছে। বলতে পারো, পরিস্থিতিই আমাকে বাধ্য করছে অপ্রিয় কথাগুলো বলার জন্য।

আমাকে থামিয়ে দিয়ে মা বলল, এতো প্যাচানোর কী আছে? কি বলতে চাও, বলে ফেলো।

মা, তুমি তো জানো তোমার নাতি আর নাতনী পড়াশুনা শেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে ভাল চাকুরী করছে। গত মাসে ওরা আমাদের জানিয়েছে, ওরা আর দেশে ফিরবে না । যুক্তরাষ্ট্রেই স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। ওরা আমাদের অনুরোধ করেছে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ওদের সাথে থাকার জন্য। দেশে থাকবো নাকি ছেলে-মেয়ের নিকট যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাবো, এ নিয়ে বেশ কয়েক দিন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলাম। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম ছেলে-মেয়ের প্রস্তাবই মেনে নেবো। কিন্তু সমস্যা হলো, তুমি কোথায় থাকবে? তোমার যে শারীরিক অবস্থা, তাতে তোমাকে নিয়ে তো যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া যাবে না। তোমাকে নিতে পারলে খুব ভালো হতো। কিন্তু তাতো সম্ভব নয়। আর দেশে তোমার অন্য ছেলে-মেয়েরা তো অনেক ব্যস্ত। তোমার সাথে টেলিফোনে কথা বলার সময় পর্যন্ত পায় না তারা। কেউ কেউ নাকি আবার ইতোমধ্যে তোমার প্রতি দায়িত্ব পালনের কোটা অতিক্রম করেছে। তাই তারাও তোমাকে রাখতে পারবে না। অগত্যা তোমাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। অনেক খোঁজাখুঁজি করে তোমার থাকার জন্য একটি বৃদ্ধাশ্রম-এর সন্ধান পেয়েছি। আমাদের গ্রামের পাশের গ্রাম সাজিয়ালী'তে গ্রামীণ পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখে বৃদ্ধাশ্রমটি নির্মাণ করা হয়েছে। চিকিৎসা, থাকা-খাওয়া এবং বই-পড়ার ব্যবস্থা আছে বৃদ্ধাশ্রমটিতে। তাছাড়া বৃদ্ধদের জন্য বিনোদনেরও ব্যবস্থা আছে সেখানে। তুমি বৃদ্ধাশ্রমটিতে নিজের বাড়ির চেয়েও ভালো থাকতে পারবে, মা।

আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে মা বলল, দেশে হোক বা বিদেশে হোক, মা-বাবা ছেলে বা মেয়ের নিকট থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। তোমরা যেখানে ভালো মনে করবা যাবা, থাকবা, আমার কোনো সমস্যা নেই। এমনকি তোমরা যে আমাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চাচ্ছো, তাতেও আমার কোনো সমস্যা নেই। এক সময় আমি তোমাদের থাকা-খাওয়াসহ সকল কিছুর চিন্তা করতাম। আমার যত কষ্টই হোক তোমাদের যেন কোনরকম কষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখত মা। কিন্তু এখন তো আমার সে অবস্থা নেই। নিজের থাকা-খাওয়ার সিদ্ধান্তই তো আমি নিজে নিতে পারি না। জীবনের শেষ সময়টায় আমি নিজের ছেলে-মেয়েদের সেবা-যত্ন নাই-বা পেলাম। কিন্তু কোনো না কোনো বাবা-মার সন্তানতো আমার সেবা-যত্ন করবে, তাতেই আমার হবে। তবে বৃদ্ধাশ্রমে আমি নিজের বাড়ির চেয়েও ভালো থাকবো, তোমার এ কথাটিতে আমি ভীষণ কষ্ট পেলাম। অবসর পেলে নিজেকে আমার স্থানে রেখে একটু চিন্তা করো, তাহলে আমার কষ্টটা তুমি অনুভব করতে পারবে। কষ্টে মা'র গলা ধরে আসে।

আমি আর কথা বাড়ানোর সাহস পাই না। ধীর পায়ে নিজের রুমে ফিরে আসি।

সব কিছু গোছ-গাছ করে মাস খানেক পর মাকে নিয়ে রওয়ানা দিই। হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়াই করে ফেরার পর প্রতি মাসে ডাক্তার দেখানোর সময়টুকু ছাড়া মা বাসার বাইরে বের হতো না। এক্সপ্রেসওয়ে, মেট্রোরেল, পূর্বাচলের বুক চিরে চলে যাওয়া মনোরম রাস্তা, দু'পাশের মোহনীয় লেক এসবের কিছুই মা'র দেখা হয়নি। মা গাড়ির জানালা দিয়ে এসব দেখছিলো আর অবাক হচ্ছিলো। পূর্বাচল-এর মাঝামাঝি পৌঁছার পর মা আমাকে জিজ্ঞেস করলো- আচ্ছা বলতে পারো, চারিদিকে এতো উন্নয়ন হচ্ছে; কিন্তু মানুষের মূল্যবোধের উন্নয়ন হচ্ছে না কেন? বরং আমার তো মনে হয়, মানুষের মূল্যবোধের ভীষণ অবক্ষয় হয়েছে।

আমি অবাক হয়ে মাকে জিজ্ঞেস করলাম, এমন কথা বলছো কেন মা?

তুমি বুঝবা না। বুঝলে তো আজকের দিনটি আমাকে দেখতে হতো না। আমি ভাবছি, আমার ছেলে হয়ে তোমার মূলবোধের এমন করুণ দশা হলো কীভাবে? জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে মা উত্তর দিলো।

গাড়ি পুর্বাচল পার হয়ে কিছুক্ষণ চলার পর মা বললো- এলাকাটা বেশ চেনা চেনা মনে হচ্ছে; আমরা এখন কোথায়?

মা, আমি তো তোমাকে ঐদিন বলেছিলাম বৃদ্ধাশ্রমটি আমাদের গ্রামের পাশের গ্রামে অবস্থিত। আমরা বৃদ্ধাশ্রমটির কাছাকাছি চলে এসেছি, তাই তোমার নিকট এলাকাটি চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

অনেক দিন পর দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তিতে মা'র চোখে তন্দ্রার ভাব চলে এসেছিলো। গন্তব্যে পৌঁছে মাকে বললাম- মা, গাড়ি থেকে নামতে হবে। আমরা চলে এসেছি।

গাড়ি থেকে নেমে চারিদিকে তাকিয়ে বিস্মিত মা আমার দিকে তাকিয়ে বললো- এটাতো আমাদের বাড়ি! বৃদ্ধাশ্রম কোথায়? বাড়ির আগের ঘরগুলো গেল কোথায়? এত সুন্দর বিল্ডিং, বাউন্ডারী-ওয়াল বানালো কে? এত গাছ আসলো কোথা থেকে?

মা, আগে বাড়ির ভেতরটা দেখ। তোমার থাকার ঘর দেখ। যদি তোমার পছন্দ হয়, তাহলে বলবো কিভাবে এসব হলো।

আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, মা লাঠি ছাড়াই হেঁটে ঘরে ঢুকে গেল। ভেতরের সকল কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে মা বললো- সব কিছুই তো অনেক ভাল, সুন্দর। কিন্তু এখানে থাকবে কে?

কেন মা? তুমি থাকবে। এটাইতো আমার বলা সেই বৃদ্ধাশ্রম। মা'র দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে আমি বললাম।

না বাবা, আমি এখানে একা থাকতে পারবো না। ভয়ার্ত কণ্ঠে মা বলল।

আপনার একা থাকতে হবে না। আমরাও আপনার সাথে থাকবো। এতক্ষণে আমার স্ত্রী কথা বললো।

আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মা বললো, তাহলে তোমাদের যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার কি হবে? সত্যি করে বলোতো, তোমাদের পরিকল্পনাটা কী?

আমি বললাম, আগে ফ্রেশ হও। কিছু মুখে দাও। তারপর সব তোমাকে বলবো।

খাবারের ব্যবস্থা আগেই করা ছিলো। আমরা ফ্রেশ হতে হতে টেবিলে খাবার দেয়া হলো।

মা'র প্লেটে খাবার দিতে দিতে আমার স্ত্রী বললো, আপনাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাওয়ার কথা বলার পর থেকে আপনার ছেলে একটি রাতও ঘুমোতে পারেনি। বিছানায় শুয়ে শুধু এপাশ-ওপাশ করেছে। ডাক্তার দেখিয়েছি। ঔষুধ খাইয়েছি। কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয়নি। মনের অসুখ কী আর ঔষুধে সারে? আমি ছেলে-মেয়ের সাথে আলোচনা করলাম। ওরা বললো, বাবা কষ্ট পায় এমন কোনো কাজ না করাই ভালো। আমি আপনার নাতি-নাতনীর সাথে পরিকল্পনা করলাম, আপনার জন্য আপনার অতি প্রিয় গ্রামের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করবো। কিন্তু, আপনাকে গ্রামের বাড়িতে রাখার পরিকল্পনা করলেই তো হবে না। আপনার সাথে থাকবে কে? আমি পুনরায় আপনার নাতি-নাতনীর সাথে কথা বললাম। ও'রা বললো, তোমরা আপাততঃ যুক্তরাষ্ট্রে আসার সিদ্ধান্ত স্থগিত কর। এখন ঠাকুরমা'র বাকি জীবনটা আনন্দময় করাটা জরুরী। আর ঠাকুরমা'র আনন্দই তো আমাদের আনন্দ, বাবার আনন্দ।

আমরা আমাদের যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত স্থগিত করে আপনার সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। ভাবলাম, আমাদের বয়সের লোকদের যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে অলস সময় কাটানোর চেয়ে নিজ গ্রামে নিজের বাড়িতে থাকাটাই অধিক সুখকর হবে। তার উপর আবার মা'র সাথে থাকা। তাছাড়া গ্রামে থেকেও তো বর্তমানে শহরের সকল সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করা যায়। আমাদের তো গাড়ি আছে। রাস্তা-ঘাটও অনেক উন্নত। প্রয়োজনে খুব অল্প সময়ে শহরে যাওয়া-আসা করা যাবে। আমাদের পরিকল্পনা আপনার ছেলেকে বলার পর প্রথমে ও' বিশ্বাস করেনি। আমার কথা অবশ্য বিশ্বাস না করারই কথা। কারণ এক সময় আমি তো গ্রামের কথা শুনতেই পারতাম না। এমনকি বাড়িতে টাকা খরচ করে উন্নয়ন কাজ করানোর ব্যাপারে আমি মোটেও রাজি ছিলাম না। এ নিয়ে আপনার ছেলের সাথে আমার তর্ক-বিতর্কও হয়েছে অনেক বার। পরে ছেলে-মেয়ের সাথে কথা বলে ও' বিশ্বাস করে। জানেন মা, আপনার সাথে বাড়িতে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর আপনার ছেলের নাক-ডেকে ঘুমানো শুরু হলো। খাবারে অরুচিও নিমিষে উধাও হয়ে গেল। গত এক বছর যাবৎ বাড়ির উন্নয়ন কাজগুলো করা হচ্ছিলো। কিছু কাজ বাকি ছিলো। আপনাকে বাড়িতে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত হওয়ার পর দ্রুত বাকি কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়।

আপনার নাতি-নাতনী আমাদের এ পরিকল্পনার কথা আপনাকে বলতে নিষেধ করেছিলো। তাই আপনাকে বলা হয়নি। এটা নাকি নাতি-নাতনীর পক্ষ থেকে ঠাকুরমা'র জন্য সারপ্রাইজ। তবে আমার মনে হয়, আমরা যে আপনাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখার কথা বলেছিলাম তার ব্যত্যয় কিন্তু হচ্ছে না। কারণ এ বাড়িটাও কিন্তু বৃদ্ধাশ্রমের মতোই। কারণ এখন থেকে আপনি এ বাড়িতে থাকবেন, আমরা সেবা-যত্ন করবো। এক সময় আমরা বৃদ্ধ হবো তখন আমরাও এখানে থাকবো। অন্য কেউ আমাদের সেবা-যত্ন করবে। তবে সত্যিকারের বৃদ্ধাশ্রমের সাথে আমাদের এ বৃদ্ধাশ্রমটির পার্থক্য হলো- সত্যিকারের বৃদ্ধাশ্রমের বাতাসে সর্বক্ষণ দীর্ঘশ্বাস, কষ্ট, কান্না ভেসে বেড়ায়। আমাদের এ বৃদ্ধাশ্রমটির বাতাসে সারাক্ষণ শুধু সুখ, শান্তি ও আনন্দ ভেসে বেড়াবে।

মা খাওয়া বন্ধ করে অবাক হয়ে তাঁর বৌমার দিকে তাকিয়ে আছে। দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে আনন্দাশ্রু। মা'র এ অশ্রু কোন কথা না বলেও যে অনেক কথা বলছে, তা বুঝতে মোটেও কষ্ট হয় না আমার। মাকে আনন্দে রাখা, সুখে রাখার মাঝে যে অনাবিল আনন্দ. তা বইয়ে পড়েছি বহুবার। এবার বাস্তবে অনুভব করলাম হৃদয়ের গভীরে, অনেক গভীরে॥

২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী

"তোমরা আছ আমাদের হৃদয়ে"

২৬তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত বিচিত্রা রোজলিন গমেজ
জন্ম : ২৯ অক্টোবর, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ মার্চ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ

তোমরা কেমন আছ? তোমাদের খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। এই পৃথিবীর পান্থশালায় আমরা শত দুঃখ কষ্টেও শুধুমাত্র তোমাদের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছি। তোমাদের কথা মনে হলে প্রাণ বারবার কেঁদে ওঠে। এ জগৎ সংসারে তোমাদের সুন্দর জীবনাদর্শের গুণাবলী আমাদের নিত্য দিনের চলার পথের পাথেয়। নিশ্চয়ই তোমরা বাবা-মেয়ে স্বর্গে প্রভুর সাথে সুখে আছ। স্বর্গ হতে প্রতিনিয়ত তোমরা আমাদের জন্যে প্রার্থনা করো, আমরা যেন তোমাদের জীবনের সততা, ন্যায়পরায়ণতা, কর্মঠ ও বিশ্বস্ততা এবং সুন্দর ভালোবাসাপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
স্ত্রী : শিশিলিয়া গমেজ
ছেলে ও ছেলে বউ : দিলীপ-পুষ্প, অনুপ-সম্পা, অসীম-চামেলী ও ব্রাদার রিপন সিএসসি
মেয়ে ও মেয়ে জামাই : সুচিত্রা-হেনরী, সুমী-অপু এবং ভুবন

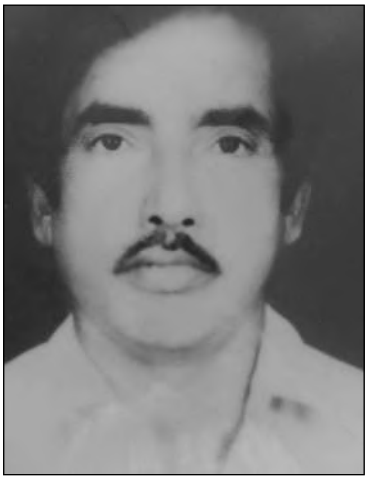

প্রয়াত যোসেফ গমেজ
জন্ম : ৪ এপ্রিল, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ মে, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ

নাতি-নাতি বউ : জনি-শশী, নিবিড়, অর্পণ ও অনুরুদ্ধ
নাতিন ও জামাই : হ্যাপী-অনিক, কিশোরী-সুজন, বিন্দু-রেক্সি, বৃষ্টি-অনিক, অন্তী, অর্থী, মিচেল, নদী, অর্না, রিমঝিম ও অরিন।
পুতিন : প্রান্তর, সুর, অনয়া, আরিয়া, লেওনার্দো হেনরী কস্তা
গ্রাম : হাড়িখোলা, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, জেলা : গাজীপুর

বিজ্ঞ/১০০/২৪

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় ১৮তম পালকীয় সম্মেলন-২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ প্রতিবেদন
নিজস্ব সংবাদদাতা

গত ২৫-২৭ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে "সিনোডাল মণ্ডলী:বিশ্বাস, প্রার্থনা ও সাক্ষ্যদান" এই মূলসুরের আলোকে ঢাকা আর্চবিশপ ভবনে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় ১৮তম পালকীয় সম্মেলন- ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১ জন আর্চবিশপ, ১ জন মনোনীত বিশপ, ৫৫ জন যাজক, ২ জন ডিকন, ৫ জন ব্রাদার, ৪৯ জন সিস্টার ও ১৪৮ জন খ্রিস্টভক্তসহ; সর্বমোট ২৬১ জন অংশগ্রহণ করে।

২৫ এপ্রিল ২০২৪,বিকাল ৫টায় প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পালকীয় সম্মেলন শুরু হয়। শুরুতেই স্বাগত নৃত্যের মধ্য দিয়ে সবাইকে বরণ করে নেওয়া হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি' ক্রুজ, ওএমআই স্বাগত বক্তব্যে সিনোডাল মণ্ডলীর উপর আলোকপাত করে বলেন, খ্রিস্টমণ্ডলী মিলন সমাজের বীজ বপন করে চলেছে। আমরা যদি বিশ্বাসের চর্চা করি, তাহলে সে বিশ্বাস আমাদের একত্রিত করবে। বিশ্বাস, প্রার্থনা ও সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে মণ্ডলীতে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ- এই তিনটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে।

স্বাগত বক্তব্যের পর থাকে অঞ্চল ও কমিশন ভিত্তিক পরিচয় পর্ব। এ সময় আর্চবিশপ মহোদয় সবাইকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা প্রদান করেন। পরিচয় পর্ব সমাপ্ত হলে বিগত পালকীয় সম্মেলনের প্রতিবেদন, বিগত বছরের বিভিন্ন কমিশনের কার্যক্রমের প্রতিবেদন (২০২২-২০২৩) ও পালকীয় অঞ্চলসমূহের প্রতিবেদন পেশ করা হয়। রাতের খাবারের মধ্য দিয়ে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

২য় দিন ২৬ এপ্রিলের শুরুটা হয় সম্মিলিত প্রার্থনার মধ্যদিয়ে। সকাল ৮:১৫ মিনিটে "সিনোডাল মণ্ডলী: বিশ্বাস, প্রার্থনা ও সাক্ষ্যদান"- এ বিষয়ে মূল উপস্থাপনা রাখেন আর্চবিশপ বিজয় এন, ডি'ক্রুজ। সহভাগিতায় তিনি বলেন, সিনোডাল মণ্ডলী হলো মিলন সমাজ, যেখানে সবার অংশগ্রহণ এবং একটা মিশন বা প্রেরণ দায়িত্ব রয়েছে। যেখানে সবাইকে একসাথে এগিয়ে যেতে হবে। বিশ্বাস হল ঈশ্বরের একটি মহাদান, একটি উপহার। এটি বৃদ্ধি পায় চর্চার মধ্য দিয়ে। চর্চা না করলে তা হারিয়ে যায়। যাদের বিশ্বাস বেশি ঈশ্বর তাদেরকে স্পর্শ করেন। এই বিশ্বাসের ফলেই আসে আমাদের প্রার্থনা জীবন আর এই প্রার্থনা জীবন থেকেই আমরা জীবন সাক্ষ্য দান করতে পারি।

মূল বিষয়টিকে আরো বেশি ব্যাপক ও গভীর চিন্তন দান করার লক্ষ্যে ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ, ভিডিও চিত্র ও বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের মধ্যদিয়ে 'বিশ্বাস'- এবং সিস্টার বেনেডিক্টা এসএমআরএ 'প্রার্থনা'-র উপর উপস্থাপনা রাখেন। 'সাক্ষ্যদান' বিষয়ের উপর জীবনভিত্তিক সহভাগিতা করেন তিতাস-চিত্রা রোজারিও দম্পতি। তারা বলেন- 'পরিবার থেকে তারা যে খ্রিস্টবিশ্বাস লাভ করেছেন তা তাদের কর্মক্ষেত্রসহ সকল স্থানে বিভিন্ন মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারছেন ও তা অব্যাহত রাখবেন।' এরপর থাকে প্রশ্নোত্তর পর্ব। অংশগ্রহণকারীগণ বক্তাদের নিকট বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে নতুন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে।

দুপুরে ৮টি দলে বিভক্ত হয়ে অংশগ্রহণকারীগণ দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং দলীয় আলোচনার প্রতিবেদন ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সকলের সামনে উপস্থাপন করেন। বিকালে 'কাথলিক ধর্মাবলম্বীর জীবন ও কার্যক্রম সম্বন্ধে অন্য মণ্ডলী এবং অন্য ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব' - এ বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন প্রফেসর অনিমেষ কুমার সাহা, কাজী রায়হান জামিল ও রেভা. ডেভিড দাস। প্রফেসর অনিমেষ তাঁর সহভাগিতায় বলেন, পরধর্ম সহিষ্ণুতা আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষ সমবায়ের মাধ্যমে দেশ এবং ব্যক্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে। রেভা. ডেভিড দাস প্রটেস্ট্যান্ট মণ্ডলীর পক্ষে তার সহভাগিতা বলেন, আন্তঃমাণ্ডলিক ও আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে কাথলিক মণ্ডলী খুবই ইতিবাচক ভূমিকা রেখে আসছে। অন্য ধর্মের লোকদের সাথে আমাদের শুধু বাহ্যিক সম্পর্ক থাকলে হবে না, আমাদের আত্মিক সম্পর্কও গড়ে তুলতে হবে। অন্য মণ্ডলী বা অন্য ধর্মের লোকদের সাথে আত্মিক ও সামাজিক সম্পর্ক আরো জোরদার করতে পুণ্যপিতা যে বাণী দিচ্ছেন তা বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং খুবই ফলপ্রসূ। তিনি আরও বলেন-খ্রিস্টানরা এ দেশের মুক্তিযুদ্ধে অনেক জোরালো ভূমিকা রেখেছেন। দেশ গড়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রেও খ্রিস্টানেরা অগ্রগামী ভূমিকা রেখেছে। কাজী রায়হান জামিল বলেন, মানুষ জন্ম থেকে ধর্মের আশ্রয়েই থেকেছে, কিন্তু আজও কোনো এক ধর্মমতে ঐক্য প্রকাশ করতে পারে নি। অধিকাংশ মানুষই শান্তি প্রিয়, কিন্তু মানুষ অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু। যা অন্য ধর্মের ও মণ্ডলীর ভাইবোনদের সাথে একত্রে পথ চলতে অনুপ্রাণিত করছে না।

সন্ধ্যায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার সুব্রত বি. গমেজ, মনোনীত বিশপ। তিনি তার উপদেশ বাণীতে সাক্রামেন্তের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

২৭ এপ্রিল, ৩য় দিনের কার্যক্রম যথারীতি প্রার্থনার মধ্যদিয়ে। সকাল ৮:১৫ মিনিটে অগ্রাধিকার নির্ণয় ও প্রেরণবাণী উপস্থাপন হলে সকলে আলোচনায় অংশ নেন এবং তা চূড়ান্ত করেন অগ্রাধিকার নির্ণয় ও প্রেরণবাণী কমিটি। এরপর ধর্মপ্রদেশে উপাসনা; বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের বাস্তবতা নিয়ে সময়োপযোগী উপস্থাপনা রাখেন যথাক্রমে ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ ও ফাদার মিন্টু এল, পালমা। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্রশ্ন করে বিষয়গুলোতে আরো স্পষ্টতা আনয়ন করেন। সম্মেলনের শেষদিকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে দুইজন বিগত তিন দিনের অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করেন। অতঃপর সম্মেলনের সমন্বয়কারী ধর্মপ্রদেশের চ্যান্সেলর ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া সবাইকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আর্চবিশপ মহোদয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের শেষে চার অঞ্চলের চারজন প্রতিনিধির হাতে প্রজ্জলিত প্রদীপ প্রদানের মধ্য দিয়ে নিজ নিজ অঞ্চলে প্রেরণ করেন। দুপুর ১টায় প্রীতিভোজের মধ্যদিয়ে এই পালকীয় সম্মেলনের সমাপ্তি হয়॥

আলোচিত সংবাদ

ভূমধ্যসাগর হয়ে ইউরোপে ঢোকা অভিবাসীদের ২১% বাংলাদেশি

বাংলাদেশ সফরে আসা আইওএমের মহাপরিচালক বললেন, জলবায়ু পরিবর্তন ও সংঘাতের কারণে অতীতের চেয়ে বেশি মানুষ অভিবাসী হয়েছেন। ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে পৌঁছানো মানুষের সংখ্যার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে এই পথ দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে যত মানুষ ইউরোপে ঢুকেছে, তার মধ্যে ২১ শতাংশ বাংলাদেশি। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) মহাপরিচালক অ্যামি পোপ এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের মানুষ জলবায়ু পরিবর্তন ও সংঘাতের কারণে অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি সংখ্যায় অভিবাসী হয়েছেন।

আইওএমের চলতি বছরের বৈশ্বিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রায় ১৫ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এ নিয়ে জানতে চাইলে অ্যামি পোপ বলেন, শুধু বাংলাদেশে নয়, গত বছর বিশ্বজুড়ে জলবায়ুর প্রভাব ও সংঘাতের কারণে নতুন বাস্তুচ্যুতির সংখ্যা বেশি হয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ইউরোপে অভিবাসন বাড়ছে। এ নিয়ে জানতে চাইলে অ্যামি পোপ বলেন, এসব অভিবাসীর অনেকেই মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করছেন। ভূমধ্যসাগর হয়ে ইউরোপ পাড়ির প্রবণতা ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে বেড়েছে। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ৫ হাজার অভিবাসী মারা গেছেন। তাঁদের মধ্যে ৫২৪ জন মারা গেছেন ভূমধ্যসাগরে, যে রুট (পথ) দিয়ে সাধারণত বাংলাদেশের মানুষেরা ইতালিতে যান। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশি মারা গেছেন ২৮৩ জন (ভূমধ্যসাগর হয়ে ইউরোপে যাওয়ার পথে)।

ঢাকায় আসছেন ডোনাল্ড লু

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু ঢাকা সফরের সময় পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন। এর পাশাপাশি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন তিনি। দুই দিনের ঢাকা সফরের সময় ডোনাল্ড লুর নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও মতবিনিময়ের কথা রয়েছে।

পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন গণমাধ্যমকে বলেন, ডোনাল্ড লু এ মাসের মাঝামাঝি ঢাকায় আসছেন। গত ৭ জানুয়ারির দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের পক্ষ থেকে ডোনাল্ড লুর ঢাকা সফরটি হতে যাচ্ছে উচ্চপর্যায়ের প্রথম সফর।

বঙ্গবন্ধু-১০০ জাতসহ চার ধানে নতুন সম্ভাবনা

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কৃষকদের আর্থিক লাভ ও খাদ্য নির্ভরতার লক্ষ্যে ৪টি নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন করেছে।

ব্রি উদ্ভাবিত এই জাতগুলো হলো বঙ্গবন্ধু-১০০, ব্রি ধান-১০২, ব্রি ধান-১০৪ ও ব্রি ধান-১০৫। এর মধ্যে ব্রি ধান-১০৫ এই জাতের ধানের চালকে বলা হয় ডায়াবেটিক চাল। কারণ ডায়াবেটিক রোগীরা এই চালের ভাত ইচ্ছেমতো খেতে পারবেন বলে কৃষিবিদরা জানিয়েছেন।

জিঙ্ক সমৃদ্ধ ব্রি ধান-১০০ ও ব্রি ধান-১০২ উচ্চফলনশীল জাত। ব্রি ধান-১০৪ সুগন্ধি হওয়ায় তাতে যেমন স্থানীয় জাতের চেয়ে বেশি বাজার মূল্য পাবেন কৃষকরা তেমনি পোলাও ও বিরিয়ানির চাল হিসেবে বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে। এ ছাড়া ব্রি ধান-১০৫ ডায়াবেটিক চাল হিসেবে চাষাবাদ করে কৃষক আর্থিকভাবে লাভবানও হতে পারবেন।

তথ্য সূত্র:
১. প্রথম আলো
২. কালের কণ্ঠ
৩. জনকণ্ঠ

বিজ্ঞ/১০৩/২৪

মায়ের কাছে খোলা চিঠি

সূচনা মার্ডী

হাসিখুশি প্রানবন্ত মেয়ে, নাম তার স্নিগ্ধা। আপন বলতে বাবা ছাড়া কেউ নেই তার। সে যখন পঞ্চম শ্রেনীতে পড়ে তখন তার মা গুরুতর দূর্ঘটনায় মারা যায়। বাবাই তার সব। স্নিগ্ধা এখন বড় হয়েছে। দশম শ্রেণীতে পড়ে। পড়াশোনায় সে অনেক ভালো। একদিন তাদের স্কুলে শিক্ষক বললেন যে তারা মা দিবস পালন করার আয়োজন করেছেন। ওইদিন সব ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মাকে নিয়ে আসবে। স্নিগ্ধার হৃদয় শোকে বিদীর্ন হয়ে গেল। কি করবে সে! তার তো মা নেই? কাকে স্কুলে নিয়ে আসবে সে? এসব ভাবতে ভাবতেই তার টানা চোখদুটো জলে ভরে গেল। বাড়িতে ফিরে এসে সে অনেক কান্না করল। রাতে সে যখন পড়াশোনা করছিল হঠাৎ তার মাথায় আসল সে তার মাকে চিঠি লিখবে। তাই মনের যত কষ্ট, মাকে না পাওয়ার বেদনা সে প্রকাশ করল চিঠিতে। চিঠিতে লেখা ছিল-

স্নেহের মা,

কেমন আছো মা? বিশ্বাস করি ঈশ্বরের কাছে তুমি অনেক ভালোই আছো। আমাকে কি তোমার একটুও মনে পড়ে না? কেন আমাকে একা করে দিয়ে চলে গেলে মা? ক্লাসে সবাই সবার মায়ের কথা শোনায়, কিন্তু আমি কাউকে শোনাতে পারি না। মা তোমার মনে আছে, যখন আমি অসুস্থ হতাম তুমি সারারাত আমার পাশে বসে থাকতে জলপট্রি দিয়ে দিতে। আমাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিতে, তারপর তুমি খেতে। আমি স্কুল থেকে দেরি করে ফিরলে তুমি পাগল হয়ে যেতে। আমার ভালোর জন্য তুমি কষ্টকেও কষ্ট মনে করনি। সবকিছু নীরবে সহ্য করেছ। জানো মা, আমাদের স্কুলে মা দিবস পালন করা হবে। ওইদিন সবার মা আসবে শুধু আমার মা ছাড়া। তাই আজকেই তোমাকে শুভেচ্ছা দিলাম। ভালো থেকো মা।

ইতি

তোমার অভাগিনী মেয়ে।

যাদের মা নেই আসলে তারাই জানে জীবনটা কী। মা ছাড়া জীবন কেমন অচল। তাই আসুন দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা দিই। এখন যারা মাকে পাচ্ছি তাদেরকে গুরুত্ব দিই, সম্মান, শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। বর্তমান সমাজে মায়েরা বৃদ্ধা হলে কেউ তাদের দেখতে চায় না। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না এই বৃদ্ধা মা-ই আমাকে লালন-পালন করেছেন। তাই পৃথিবীর সকল মাকে শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি। পৃথিবীর সব মাকে জানাই বিশ্ব মা দিবসের প্রার্থনাপূর্ন শুভেচ্ছা॥

কেমন তোমার ছবি আঁকেছি!

এইডেন ইগ্নাসিয়াস রোজারিও
নটর ডেম স্কুল এণ্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল

প্রাপ্ত রোজারিও

প্রিয় মা,

শুভ জন্মদিন! আশা নয় বিশ্বাস করি তুমি ভালো আছ। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়ল যে, আজ তোমার জন্মদিন। তাই আজকের এই দিনটি আমার কাছে একটু বেশি আনন্দের।

আচ্ছা মা, তোমার কি মনে ছিল যে, আজ তোমার জন্মদিন? আচ্ছা, আজ কে তোমাকে প্রথম জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছে? জানি মা, তুমি হয়তো প্রতিবারের মতোই এবারও ভুলে গিয়েছো আজকের এই বিশেষ দিনটির কথা। কারণ তুমি তো কখনো নিজের যত্ন নেয়ার সময়ই পাও না। সবসময়ই চিন্তা কর আমাদের নিয়ে। জানো মা, খুব কষ্ট লাগছে আজকের এই দিনে তোমাকে শুভেচ্ছা জানাতে না পেরে। শুধু মনে হচ্ছে একটু যদি তোমাকে জড়িয়ে ধরে শুভেচ্ছা জানাতে পারতাম। তোমার মুখের মিষ্টি হাসি যদি একটু দেখতে পেতাম। জানো মা, প্রতিদিনই তোমার কথা আমার ভীষণ মনে পড়ে। পুরনো দিনের স্মৃতিগুলো চোখের সামনে বার বার ভেসে ওঠে। ইস! কবে থেকে যে তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাই না। সেই কবে থেকে যে তোমার হাতে ভাত খাই না। এখানে তোমার মতো আমাকে কেউ বকা দেয় না, কেউ শাসনও করে না। তোমার শাসনও আমার খুব মনে পড়ে। বাড়িতে থাকতে তোমাকে যখন জিজ্ঞেস করতাম, জন্মদিনে তুমি আমার কাছ থেকে কি উপহার চাও? প্রতিবার তুমি একই উত্তর দিতে। খোকা, তুই ভালোমত পড়াশোনা করবি আর মানুষের মত মানুষ হবি। আমার ওপর ভরসা রাখ, আমি একদিন তোমার স্বপ্ন পূরণ করবই। আজ সৃষ্টিকর্তার কাছে শুধু একটি প্রার্থনা করি, তুমি ভালো থাক, সুস্থ থাক আর বেঁচে থেকো হাজার বছর। তোমার শরীরের যত্ন নিও মা। বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থেকো না যেন।

আর আমার জন্যে চিন্তা করো না। আমি তো এখন বড় হয়ে গিয়েছি। ছুটি পেলেই আমি যত দ্রুত সম্ভব চলে আসব।

ইতি,

তোমার বড় খোকা॥

রমনা সাধু যোসেফের সেমিনারীর পর্ব উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ১ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ বুধবার রমনা সাধু যোসেফের সেমিনারীতে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে এবং অতি আনন্দের সাথে বিশ্ব শ্রমিক দিবস এবং শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্ব পালন করা হয়। উক্ত দিনটি নানা কার্যক্রমে সাজানো হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, সকালের বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠান, সন্ধ্যায় পর্বীয় খ্রিস্টযাগ, রাতের মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্বকে কেন্দ্র করে সেমিনারীয়ানগণ নয় দিন ব্যাপী নভেনা প্রার্থনার মাধ্যমে পর্বের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। উক্ত নভেনা শুরু হয় ২২ এপ্রিল এবং শেষ হয় ৩০ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ। পর্বীয় দিনে সকালে বিশেষ প্রার্থনার মাধ্যমে এই দিনটি শুরু হয় এবং নাস্তার পূর্বে সেমিনারীর চারজন কর্মচারীকে সেমিনারীর পক্ষ থেকে বিশ্ব শ্রমিক দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানানো হয়। দুপুরে আহার গ্রহণ করার পূর্বে ৪র্থ বর্ষের সেমিনারীয়াগণ বিশ্ব শ্রমিক দিবস এবং শ্রমিক সাধু যোসেফের উপর একটি দেয়ালিকা উন্মোচন করেন। দেয়ালিকাটির মূলসুর ছিল "সাধু যোসেফের যতনে যাজকীয় গঠন"। উক্ত দিন বিকেল ৬ ঘটিকায় সেমিনারীর গেটের সামনে থেকে শোভাযাত্রার সহযোগে চ্যাপেলে প্রবেশ এবং বিশেষ পর্বীয় খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন খুলনা ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী এবং সাথে পরিচালকসহ ৫ জন যাজক পর্বীয় খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন। বিশপ মহোদয় খ্রিস্টযাগে সেমিনারীয়ানদের উদ্দেশে বলেন "আমাদেরকে সাধু যোসেফের মত আন্তরিক, বিশ্বস্ত এবং পরিশ্রমী ব্যক্তি হয়ে উঠতে হবে। অন্যদিকে আমাদের ছোট ছোট কাজের প্রতি যত্নশীল ও দায়িত্ববান হতে হবে। আমরা যেন কোন কাজকে অবহেলা বা ছোট করে না দেখি"।

খ্রিস্টযাগের পর পরই সকলে মিলে সান্ধ্যভোজে অংশ নেয়। সেমিনারীয়ানদের সাথে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজও অংশ নিয়েছেন এবং আরো কয়েকজন ফাদার ছিলেন। পর্বীয় দিনের তাৎপর্যকে আরও অর্থপূর্ণ করতে তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে। বলেন "আজ আমরা শ্রমিক সাধু যোসেফে পর্ব পালন করছি। তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল নিরবতা। তাঁর কাজে কর্মে সর্বদাই তিনি নিরব কর্মী ছিলেন। তাই সেমিনারীয়ানদের নিরবে কাজ করতে হবে। তাঁর আদর্শগুলো নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে হবে"।

সর্বশেষে সেমিনারীর পরিচালক ফাদার মিল্টন যোসেফ রোজারিও, আর্চবিশপ, বিশপসহ অন্যান্য ফাদারদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সেমিনারীর সাংস্কৃতিক কমিটির আয়োজনে ছিল এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পরে সেমিনারীর পরিচালক ফাদার মিল্টন যোসেফ রোজারিও সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ এবং শেষ আশীর্বাদের মাধ্যমে উক্ত দিনের কর্যক্রমের ইতি টানেন॥

ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘে ব্রত অনুষ্ঠান

সিস্টার হাসি রিবেরু এলএইচসি: গত ২৬ এপ্রিল রোজ শুক্রবার মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘের জন্য একটি আনন্দের দিন। এদিনে নবীস **ঋতু এলিজাবেথ ঘরামী** মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘে প্রথম ব্রত গ্রহণ করেন। সকাল ১০টায় মহা খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন বরিশাল কাথলিক ধর্মপ্রদেশের পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। সহায়তায় ছিলেন ভিকার জেনারেল ফাদার লাজারুস গোমেজ, রাজশাহীর মথুরাপুরের পাল-পুরোহিত ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী, বর্নি ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার সুশান্ত কস্তা। তাছাড়া বরিশাল ধর্মপ্রদেশের ১৩ জন যাজকও উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে বিশপ মহোদয় বলেন- এ সংঘে আমরা তিনটি ব্রত গ্রহণ করি, ১) দরিদ্রতা ২) বাধ্যতা ও ৩) কৌমার্য ব্রত। ব্রত জীবন মাত্র শুরু, এ পথ দীর্ঘ। এই পথে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। প্রার্থনাই হবে সব কিছু জয় করার শক্তি। প্রার্থনা আমাদের সুরক্ষা করবে, শান্তিতে নিরাপদে রাখবে। খ্রিস্টযাগের পর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও দুপুরের আহার দিয়ে এ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। ব্রতীয় অনুষ্ঠানে মোট ১৪০ জন নিমন্ত্রিত ছিলেন॥

কাক্‌কো লিঃ-এর গৌরব, সংগ্রাম, ঐতিহ্য ও সাফল্যের ১৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

শরৎ আলফন্স রড্রিক্স : ১ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিঃ -এর ১৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে মহা আড়ম্বরপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতায় নীড় রিসোর্ট এন্ড রেস্টুরেন্ট, ডেমরপাড়া, পূবাইল, গাজীপুর-এ অনুষ্ঠিত হয়। গৌরব, সংগ্রাম, ঐতিহ্য ও সাফল্যের ১৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন কাক্‌কো লিঃ-এর চেয়ারম্যান মিঃ পংকজ গিলবার্ট কস্তা ও সঞ্চালনা করেন কাক্‌কো'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডমিনিক রঞ্জন পিউরিফিকেশন। প্রধান অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্‌ব) ও দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ-এর চেয়ারম্যান মি: আগষ্টিন পিউরিফিকেশন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাক্‌কো'র প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মি: নির্মল রোজারিও। সারাদেশের ৩৫টি সমবায় সমিতি হতে সর্বমোট ২৩৩ জন নেতৃবৃন্দ কাক্‌কো'র এ আনন্দ আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন।

সকাল ১০ ঘটিকায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগের পরে উপস্থিত সকলের অংশগ্রহণে আনন্দ র‍্যালী ও শোভাযাত্রা করা হয়। ১৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কাক্‌কো'র মূল্যবোধ ও সমবায়ের চেতনার ১৭টি গুণাবলি নাম সমৃদ্ধ ১৭টি মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয়। মোমবাতি প্রজ্বলনে অতিথিবর্গসহ নারী ও যুব নেতৃত্বের ১৭ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর সকলের সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত সহযোগে কাক্‌কো, সমবায় ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সমবায় সংগীতের সাথে মনোরম নৃত্য পরিবেশনা, বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে আনন্দ প্রকাশ করাসহ শান্তির প্রতীক শুভ্র পায়রা ওড়ানো হয়। অতঃপর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর মূল আকর্ষণ কেক কেটে সকলের মাঝে বিতরণ করা হয়। এদিন কাক্‌কো লিঃ-এর চেয়ারম্যানের মাধ্যমে নতুন সদস্য ৩টি সমবায় সমিতিকে কাক্‌কো পতাকা ও সদস্যপদের সনদপত্র প্রদান করা হয়।

সভাপতি ও কাক্‌কো'র চেয়ারম্যান মিঃ পংকজ গিলবার্ট কস্তা তাঁর বক্তব্যে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যানসহ কাক্‌কো'র প্রাক্তন সকল নেতৃবৃন্দকে এবং বিশেষ করে ঢাকা ক্রেডিটকে ধন্যবাদ জানান কাক্‌কো'র শুরুর সময়ে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করার জন্য।

তিনি কাক্‌কো'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন সম্পর্কে জানান। আকু'র এফিলিয়েটেড মেম্বারশীপ প্রাপ্তি ও সারা বাংলাদেশ কর্মএলাকা অনুমোদন প্রাপ্তি সম্পর্কে অবহিত করেন। কাক্‌কো'র ভবিষ্যত পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন এবং সাধারণ সভায় ব্যবস্থাপনা পরিষদের যে রিপোর্ট, আর্থিক প্রতিবেদন ও বাজেট উপস্থাপন হবে তার অনুমোদনসহ সুপরামর্শ প্রত্যাশা করেন।

অতিথিবৃন্দ তাদের অনুভূতি প্রকাশ ও বক্তব্যে কাক্‌কো শুরুর সময়ের স্মৃতিচারণা করেন। শুরুর দিকের নেতৃবৃন্দকে স্মরণ করাসহ পরলোকগত নেতৃবৃন্দের আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন।

সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সাবলীল উপস্থাপন ও সমর্থনে কাক্‌কো'র ১৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা সুন্দর ও সার্থকভাবে সম্পন্ন হয়। সবশেষে ভাইস চেয়ারম্যান মি: অনিল লিও কস্তা'র ধন্যবাদ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও বার্ষিক সাধারণ সভা সমাপ্ত হয়॥

মুশরইল ধর্মপল্লীতে শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্ব ও বিশ্ব শ্রমিক দিবস্ উদযাপন

ডানিয়েল লর্ড রোজারিও: ১ মে শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্ব ও বিশ্ব শ্রমিক দিবস উপলক্ষে মুশরইল ধর্মপল্লীতে বিশেষ খ্রিস্টযাগ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত, সহকারী পালপুরোহিত, সেমিনারীর পরিচালক, সিস্টার ও সেমিনারীয়ান সহ প্রায় ৫ শতাধিক খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য এ দিন গ্রামের শ্রমিকগণ তাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পুন্যবেদীর সামনে রাখেন এবং তা আশীর্বাদিত করা হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ধর্মপল্লীর সহকারী পালপুরোহিত ফাদার সুনীল ডানিয়েল রোজারিও, ফাদার দানিয়েল খ্রিস্টযাগে তার উপদেশ বাণীতে বলেন, "শ্রমিকরা প্রথম আন্দোলন করেছিল আমেরিকার শিকাগো শহরে। তাদের আন্দোলনে অনেক দাবি ছিল তবে প্রধান তিনটি বিষয় হলো ১) কত ঘন্টা তারা কাজ করবে ২) কত টাকার বিনিময়ে কাজ করবে ৩) কোন পরিবেশে কাজ করবে। তবে আমাদের খ্রিস্টমণ্ডলীতে কাজের ধরন আলাদা। আমরা শুধু পারিশ্রমিক এর বিনিময়ে না সেবার জন্য কাজ করি। আজ আমরা সাধু যোসেফের কথাও স্মরণ করছি কারণ তিনি ছিলেন একজন কঠোর পরিশ্রমী শ্রমিক। কঠোর পরিশ্রম করে তিনি তার পরিবারকে পরিচালনা করেছেন। আজকের দিনে আমরা প্রার্থনা করি যেন সাধু যোসেফের আশীর্বাদে সকলে সুস্থ থেকে সকল কাজ করতে পারি।" খ্রিস্টযাগের শেষে ধর্মপল্লী ও গ্রামের সকল শ্রমজীবী মানুষদের ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করা হয় এবং তাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি আশীর্বাদ করা হয়। পরিশেষে সকলে একে অপরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং আশীর্বাদ আদান প্রদান করেন॥

বানিয়ারচর ধর্মপল্লীতে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নিয়ে "এসো দেখে যাও" প্রোগ্রাম

দুর্জয় সিকদার ও ডেভিড সিকদার: যে সকল ছেলেবন্ধুরা এবছর এসএসসি পরীক্ষা লিখেছে তাদের নিয়ে গত ২২-২৬ এপ্রিল সুন্দর ব্যবস্থাপনায় বানিয়ারচর ধর্মপল্লীতে "এসো দেখে যাও" প্রোগ্রামটি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন জপমালা মাইনর সেমিনারীর পরিচালক ফাদার রিচার্ড বাবু হালদার। ছয় জন প্রার্থী সেখানে অংশগ্রহণ করেছিল।

২২ এপ্রিল সোমবার বিকেল চারটায় প্রার্থীদের শুভ আগমন ও প্রাথমিক দিকনির্দেশনার মধ্যদিয়ে "এসো দেখে যাও" প্রোগ্রামটির কার্যক্রম শুরু হয়।

২য় দিন মঙ্গলবার দিনের প্রথমার্ধে ফাদার ডেভিড ঘরামী "যিশুর জীবন এবং যাজকীয় জীবনের সাদৃশ্য" এই মূলসুরের উপর ক্লাস দেন। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে ফাদার এলিয়াসের জীবনাহ্বান এবং সেমিনারী জীবন গঠন সম্পর্কে সহভাগিতা করেন।

৩য় দিন বুধবার সারাদিন ফাদার মিন্টু সামুয়েল বৈরাগী "যিশু ডাকেন তোমায় আমায়" এই মূলসুরের উপর দিনের প্রথমার্ধে দুটি এবং দ্বিতীয়ার্ধে একটি ক্লাস দেন।

২৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার দিনের প্রথমার্ধে ফাদার রিংকু জেরম গোমেজ "কেন আমি ধর্মপ্রদেশীয় যাজক হতে চাই" এই মূলসুরের উপর ক্লাস দেন। পরবর্তীতে বিকেলে প্রার্থীদের জন্য থাকে গ্রামের মানুষদের জীবন অবস্থা পরিদর্শন।

২৬ এপ্রিল শুক্রবার সকালের নাস্তার পরে অনুষ্ঠান পরিচালকের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের মূল্যায়ন হয়। পরবর্তীতে দুপরের আহারের পরে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল লিঃ

সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান তালিকাভূক্তির বিজ্ঞপ্তি

ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল লিঃ একটি ৩০০ বেডের অত্যাধুনিক হাসপাতাল যা ঢাকা শহরের অতি সন্নিকটে (পূর্বাচল নতুন শহরের পাশে) গাজীপুরের কালীগঞ্জে অবস্থিত। হাসপাতালটি পরবর্তীতে একটি মেডিক্যাল কলেজ ও নার্সিং ইনস্টিটিউট হিসেবে আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশা করছে। ইতোমধ্যে হাসপাতালের বহির্বিভাগের কার্যক্রম সফলতার সাথে চালু হয়েছে এবং অতি শিঘ্রই গ্রান্ড ওপেনিং এর মাধ্যমে পূর্ণ কার্যক্রম চালুর অপেক্ষায় রয়েছে। হাসপাতালটি অতি উচ্চ মানসম্মত সার্বিক সেবা, স্বল্প ও সাশ্রয়ী মূল্যে প্রদানের অঙ্গিকারাবদ্ধ।

হাসপাতালটির কার্যক্রম সফল ও সময়োপযোগীভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে সম্পৃক্ত প্রকৃত সরবরাহকারী/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তালিকাভূক্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ আবেদনপত্র জমা দিতে আহ্বান জানাচ্ছে। এ তালিকাভূক্তির মেয়াদ **জুন ০১, ২০২৪ হতে মে ৩১, ২০২৬ খ্রীষ্টাব্দ** পর্যন্ত দুই বছরের জন্য কার্যকর থাকবে এবং পরবর্তীতে নবায়নের ক্ষমতা শুধুমাত্র ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করবেন।

১. সার্জিক্যাল, রিয়েজেন্ট ও এতদসম্পর্কিত কনজিউম্যাবল আইটেম উৎপাদনকারী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ।
২. মেডিক্যাল যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ এবং সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
৩. অফিস স্টেশনারী/টয়লেট্রিজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
৪. মুদি/গ্রোসারী দ্রব্য/ফ্রুটস্/ড্রিংকিং ওয়াটার সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী।
৫. কিচেন সামগ্রি, ক্রোকারিজ, গিফ্‌ট আইটেম সরবরাহকারী।
৬. ফটোকপি, ফোন, ফ্যাক্স, ফ্লেক্সি লোড, স্পাইরাল, লেমিনেটিং ইত্যাদি সেবা প্রদানকারী।
৭. ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, কার্টিজ/টোনার, স্ক্যানার, ইউপিএস, ফটোকপিয়ার এবং এ সব আইটেমের যন্ত্রাংশ মেরামত ও সরবরাহকারী।
৮. প্রিন্টিং প্রেস (লেটার ও অফসেট প্রেস), ডিজিটাল প্রিন্টিং এবং পেইন্টিং কাজ, সাইন বোর্ড/বিল বোর্ড, ব্যানার/সিল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ।
৯. মোটরযান মেরামতকারী ও স্পেয়ার পার্টস বিক্রয়/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
১০. ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এবং টিভি/রেফ্রিজারেটর/এয়ার কন্ডিশনার/ জেনারেটর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান।
১১. ইলেট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি, টুলস্ এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য (ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপসহ) বিক্রয়/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
১২. মিনিবাস, মাইক্রোবাস, এম্বুলেন্স, বাস, ট্রাক, ট্রলার, স্পীডবোট ভাড়া প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।
১৩. অফিস আসবাবপত্র (চেয়ার, টেবিল, কেবিনেট, স্টীল ট্রাংক/বক্স/আলমীরা/ট্রলি ইত্যাদি) প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী ও মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান।
১৪. হার্ডওয়ার ও স্যানিটারী মালামাল সরবরাহকারী এবং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।
১৫. বিভিন্ন প্রকার অফিস ব্যাগ, ছাতা, রেইনকোট সরবরাহকারী, লিলেন সামগ্রী, টি-শার্ট, ক্লথ, টেইলারিং ইত্যাদি।
১৬. ঔষধ/ড্রাগস এবং ফার্মাসিউটিক্যাল সামগ্রী উৎপাদনকারী এবং সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
১৭. লন্ড্রি এবং ক্লিনিং কাজের জন্য যাবতীয় কেমিক্যাল উৎপাদনকারী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
১৮. রান্নার উপকরণ যথা, মাছ, মাংস, তরিতরকারীসহ যাবতীয় মসলা সরবরাহকারী।
১৯. ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টসহ ডেকোরেটর, সাউন্ডসিষ্টেম এবং ক্যাটারিং সার্ভিসেস।
২০. বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠান (নিউজ পেপার, রেডিও, টেলিভিশন)।
২১. কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স ও ফরোওয়ার্ডিং প্রতিষ্ঠান।
২২. হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট কনসালটেন্সি প্রদানকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান।
২৩. সাধারণ সরবরাহকারী এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহ।
২৪. অন্যান্য পণ্য ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (যা উপরে উল্লেখ কর হয়নি কিন্তু হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রয়োজন)।

নিম্নলিখিত কাগজপত্রাদিসহ একটি A4 সাইজের খামে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান একাধিক বিষয়ের জন্য (প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততা থাকতে হবে) আবেদন করতে পারবেন। যে ক্রমিকে তালিকাভূক্ত হতে চান, তার ক্রমিক উল্লেখ করতে হবে।

ক) ঠিকানা ও ফোন নম্বর সম্বলিত নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের প্যাডে স্বত্বাধিকারী/অনুমোদিত ব্যক্তির সিলমোহরযুক্ত আবেদনপত্র দিতে হবে।
খ) বৈধ ট্রেড লাইসেন্স এর ফটোকপি (প্রাথমিক + আপডেটেড) ।
গ) প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংক হিসাবের সনদের ফটোকপি (অথবা এমআইসিআর চেক এর ফটোকপি) ।
ঘ) এওঘ সার্টিফিকেটের ফটোকপি (আপডেটেড) ।
ঙ) VAT/BIN রেজিস্ট্রেশন সনদের ফটোকপি (আপডেটেড) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
চ) নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বরসহ সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র **আগামী ২৩ মে ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দ** বিকাল ৫:০০ ঘটিকার পূর্বে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে রক্ষিত বাক্সে "তালিকাভূক্তির জন্য আবেদনপত্র" উল্লেখপূর্বক জমা দিতে হবে অথবা জরুরী ক্ষেত্রে এই ইমেইলে ঃ **tender.supplychain@divinemercyhospital.com** ডকুমেন্ট প্রেরণ করা যাবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোন আবেদনপত্র অথবা সকল আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

ধন্যবাদান্তে

ডিরেক্টর-এ্যাডমিনিস্ট্রেশন
ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল লিঃ
ফোন: ০৯৬৭৮৭৭৭৮৯৫

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ১৭
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 17
Regd. No. DA-33
❖ 12 - 18 May, 2024, ২৯ বৈশাখ - ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

United Bangladeshi Christian Community of Connecticut

ইউনাইটেড বাংলাদেশী খৃষ্টান কমিউনিটি অব্ কানেকটিকাট

৩১ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ইউনাইটেড বাংলাদেশী খ্রিস্টীয়ান কমিউনিটি অব কানেকটিকার এর উদ্যোগে স্থানীয় একটি চার্চে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় পুনরুত্থান দিবস উদ্‌যাপন, সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে শুরুতে পুনরুত্থান তাৎপর্যের উপর আলোচনা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট অতিথি মিঃ ডেভিড স্বপন রোজারিও, সাধারণ সম্পাদক মিঃ লিটন গ্রেগরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মিঃ নিক্সন বিশ্বাস।

অতপর সর্বসম্মতিক্রমে ২০২৪-২০২৫ কার্যকালের জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের নির্বাচিত করা হয়।

মিঃ নিক্সন বিশ্বাস	-	সভাপতি	শেলী গ্রেগরী	-	সাংস্কৃতিক সম্পাদক
রেখা রোজারিও	-	সহ-সভাপতি	পারুল রোজারিও	-	সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক
লিটন গ্রেগরী	-	সাধারণ সম্পাদক	স্টেলা সরকার	-	ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
বাবু রোজারিও	-	সহ-সাধারণ সম্পাদক	রূপালী কুলেন্তু	-	অর্থ-সম্পাদক
পল গোমেজ	-	সাংগঠনিক সম্পাদক	রুনী রোজারিও	-	সহ-অর্থ সম্পাদক
চন্দন পেরেরা	-	শিক্ষা ও ক্রীড়া সম্পাদক			

বিয়না বিশ্বাস সহ অনেকের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। পরিশেষে উপস্থিত সকলের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

88 Gerald Drive
Manchester, CT 06040
United States
E-mail: unitedbcc21@gmail.com

সংবাদ দাতা - নিক্সন বিশ্বাস

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org